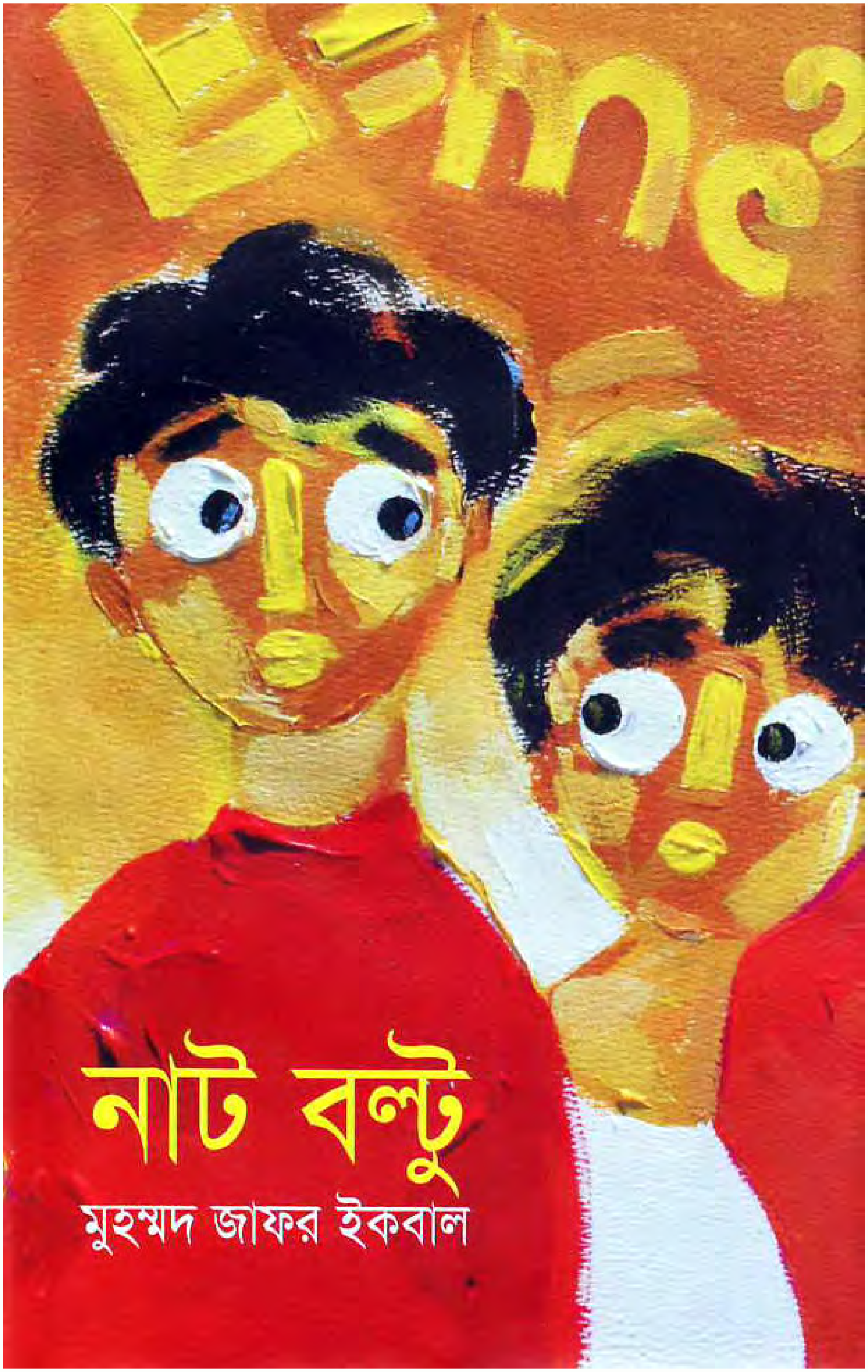

BANGLABOOK.COM

পৃথিবীর নানা রকম প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সে যে শুধু তার বাবা-মাকে প্রশ্ন করে আর হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখে সেটা সত্যি নয়, সে খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো অনেক পড়াশোনা করে। মা তাকে গল্প শোনালে সে চোখ বড় বড় করে মুগ্ধ হয়ে গল্প শোনে। বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাতে শোনাতে এক সময় রিতুর রসদ ফুরিয়ে গেল। তখন সে বল্টুকে বই থেকে গল্প পড়ে শোনাতে শুরু করল, আর সেটাই হলো সর্বনাশ। বইয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গল্পটা শুনতে শুনতে কীভাবে কীভাবে জানি বল্টু পড়া শিখে গেল, সে কোনো অক্ষর চেনে না কিন্তু পড়তে পারে। এর থেকে বিচিত্র ব্যাপার আর কী হতে পারে?

বল্টুর সব সময়ের সঙ্গী নান্টু কখনো রাগে না। তার ভেতর রাগ ক্রোধ-হিংসা এসব কিছু নেই। ছয় বছরের এই ছোটখাটো মানুষটা পুরোপুরি একজন দার্শনিক। যদি ছোট বাচ্চাদের দাড়ি গজানোর উপায় থাকত, তাহলে দেখা যেত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নান্টুর লম্বা লম্বা পাকা দাড়ি। নান্টুর পাকা দাড়ি নেই সত্যি, কিন্তু তার কথাবার্তা-ভাবভঙ্গি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কোনো অংশে কম নয়।

এই দুই ক্ষুদে বিজ্ঞানী আর দার্শনিককে নিয়ে নানা বিস্ময়কর ঘটনায় সাজানো মজার উপন্যাস 'নাটবল্টু'।

BANGLABOOK.COM

১. বল্টু নামের বৈজ্ঞানিক

বল্টু বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিল। চোখ দুটো বন্ধ, মুখটা অল্প খোলা। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার ছোট বুকটা ওপরে উঠছে আর নিচে নামছে। মাথায় পাখির বাসার মতো রুক্ষ চুল, কপালের ওপর একগোছা নেমে

BANGLABOOK.COM

এসেছে। রিতু কপাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে বল্টুর মুখটা একনজর দেখে রাজুকে ডাকল, বলল, "রাজু, দেখে যাও।"

রাজু টেবিলে একটা মোটা বইয়ের ওপর ঝুঁকে বসেছিল, মুখ তুলে বলল, "কী দেখে যাব?"

"তোমার ছেলের মুখটা একবার দেখে যাও।"

রাজু মোটা বইটা টেবিলে উপুড় করে রেখে উঠে এসে রিতুর পাশে দাঁড়াল, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী দেখব?"

"মুখটা কত নিষ্পাপ, দেখেছ?"

রাজু মাথা নাড়ল, বলল "ছোট বাচ্চারা যখন ঘুমায় তখন তাদের মুখ সব সময় এ রকম নিষ্পাপ হয়।"

রিতু মুখটা শক্ত করে বলল, "এই মুখ দেখে কেউ বলতে পারবে, আজকে দুপুরবেলা সে ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল?"

"বলা কঠিন।"

"কেউ কি বলতে পারবে যে সে ফ্রিজের ভেতর একটা ইঁদুরের বাচ্চা ছেড়ে দিয়েছিল?"

রাজু মাথা নাড়ল; বলল, "উহুঁ।"

"কেউ বলতে পারবে, নতুন সিডি প্লেয়ারটাতে একটা গান শোনার আগেই সে সেটা টুকরা টুকরা করে ফেলেছে?"

রাজু তখন তার ছেলের পক্ষে একটু সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করল, বলল, "ঠিক টুকরা টুকরা না ..."

রিতু ঝটকা মেরে রাজুকে থামিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলল, "সব তোমার জন্যে।"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "আমার জন্যে! আমি কী করেছি?"

"তুমি বল্টুকে লাই দিয়ে দিয়ে এ রকম করেছ।"

"আমি মোটেও লাই দেই নাই। তোমার ছেলে জন্ম থেকে এ রকম। সত্যি কথা বলতে কি, জন্মের আগে থেকে এ রকম ..."

রিতু ভুরু কুঁচকে বলল, "মানে?"

"মনে নাই, যখন তোমার পেটের ভেতর ছিল তখন সে কী রকম ঢুসঢাস মারত? ডাক্তার বলল, চৌদ্দ তারিখ ডেট, সে দুই সপ্তাহ আগেই হাজির! সবাই মাথাটা নিচে দিয়ে বের হয়, সে ঠিক করল ঠ্যাং দুটো আগে বের করবে—কী ঝামেলা ..."

রিতু মুখ শক্ত করে বলল, "সব তোমার জন্যে। তোমার ক্রোমোজম। তোমার জিনস ..."

BANGLABOOK.COM

"আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন? আমি কি সবগুলো ক্রোমোজম দিয়েছি? তেইশটা আমার, তেইশটা তোমার। মনে হয়, তোমার জিনস থেকে পেয়েছে।"

"মোটেই না।" রিতু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ করে থেমে গেল। বল্টুর পকেটের দিকে তাকিয়ে তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেল, কাঁপা গলায় বলল, "বল্টুর পকেটে কী?"

"কী?"

"কী যেন একটা নড়ছে। ইয়া মাবুদ ..."

রাজু ঝুঁকে পড়ে বল্টুর পকেটে হাত দিল। পিছলে তেলতেলে কী একটা জিনিস হাত গলে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল সে কোনোভাবে টেনে সেটাকে বের করে আনল—মোটামুটি নাদুসনুদুস একটা কোলা ব্যাঙ। রিতু একটা চিৎকার দিতে গিয়ে থেমে গেল। কোনোমতে বলল, "ফেলো, ছুড়ে ফেলো, ছুড়ে ফেলো এক্ষুণি।"

রাজু ইতস্তত করে বলল, "ছুড়ে ফেলব? সকালে উঠে যদি খুঁজে না পায়, আবার না কিছু একটা ঝামেলা করে!"

রিতু আর নিজেকে সামলাতে পারল না, চিৎকার করে বলল, "ছুড়ে ফেলো বলছি। ছুড়ে ফেলো!"

রাজু জানালার কাছে গিয়ে ব্যাঙটাকে বাইরে ছুড়ে দেয়, ব্যাঙটা ঘুরতে ঘুরতে থপ করে গিয়ে নিচে কোথাও পড়ল।

রিতু নাক-মুখ কুঁচকে একবার বল্টুর দিকে, আরেকবার রাজুর দিকে তাকাল, তারপর মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "সবার সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চা হয়, আর আমার কপাল এ রকম কেন! আমার এ রকম একটা পাগলা বাচ্চা হলো কেন?"

রিতুকে একটু শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে রাজু বলল, "তোমার বাচ্চা মোটেও পাগলা না। তোমার বাচ্চা একটু ছটফটে, কৌতূহল একটু বেশি—তোমার বাচ্চা ..."

রিতু ঝাটকা মেরে বলল, "মাত্র আট বছর বয়সে ব্যাঙ নিয়ে ঘুমায়। যখন আঠারো বছর বয়স হবে তখন কী নিয়ে ঘুমাবে? মহিষ?"

রাজু বলল, "আ-হা-হা, মহিষ নিয়ে কেন ঘুমাবে! দেখবে, একটু বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রিতু মাথা ঝাঁকিয়ে দুই হাতের বুড়ো আঙুল তুলে বলল, "কাঁচকলা ঠিক হবে।"

রিতুর গলার স্বরে বল্টু একটু নড়েচড়ে উঠে বিড়বিড় করে পাশ ফিরে শোয়।

BANGLABOOK.COM

ঠিক এই সময় বল্টু একটা স্বপ্ন দেখছিল। সারা দিন সে নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে, রাতে ঘুমানোর সময় সে সেসব নিয়ে স্বপ্ন দেখে। আজকে সারা দিন সে একটা ব্যাঙ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাই তার স্বপ্নটা ছিল ব্যাঙ নিয়ে। সে দেখল, হাতে একটা বড় কোলা ব্যাঙ নিয়ে আইনস্টাইনের সাথে কথা বলছে। আইনস্টাইন তাকে জিজ্ঞেস করছেন, "বল্টু, তোমার হাতে এটা কী?"

বল্টু বলল, "একটা ব্যাঙ, আংকেল।"

বল্টু ভেবেছিল, আইনস্টাইন তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কেন সে হাতে একটা ব্যাঙ ধরে রেখেছে—কিন্তু সেটা জিজ্ঞেস করলেন না, মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন, "গুড। ভেরি গুড।"

"মশারি আমার ভালো লাগে না। সেই জন্যে ঠিক করেছি ব্যাঙটাকে বিছানার ওপর ছেড়ে দেব। রাতে মশা ধরে ধরে খাবে, আমার আর মশারি লাগবে না।"

বল্টুর কথা শুনে আইনস্টাইন খুব খুশি হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "ভেরি গুড আইডিয়া। ফার্স্ট ক্লাস।"

ঠিক এই সময় বল্টু দেখল, তার আম্মু একটা হাতপাখা উল্টো করে ধরে তার দিকে ছুটে আসছে, নিশানা মোটেও ভালো নয়! বল্টু তখন আইনস্টাইনের পিছনে লুকিয়ে বলল, "আংকেল, আপনি আম্মুকে একটু বুঝিয়ে বলেন না, প্লিজ! প্লিজ!"

আইনস্টাইন আম্মুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক হয়ে যাবে! সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আম্মু পাখার ডাঁটিটা ওপরে তুলে বলল, "কাঁচকলা ঠিক হবে।"

এ রকম সময়ে স্বপ্নটা কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। আইনস্টাইনের জায়গায় কোথা থেকে একটা বিশাল যন্ত্র হাজির হলো। সেটা ঝিকঝিক করে শব্দ করে নড়তে থাকে। ব্যাঙটা পুরোপুরি মানুষের গলায় কথা বলতে থাকে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে, আর আম্মু একটা দুধের গ্লাস নিয়ে তার পিছু পিছু ছুটতে থাকে। সব মিলিয়ে একেবারে উল্টাপাল্টা ব্যাপার। স্বপ্ন দেখার সময় কিন্তু কোনো কিছুকেই উল্টাপাল্টা মনে হয় না, সবকিছুকেই মনে হয় সত্যি। বল্টুর মনে হলো, তার আম্মু তাকে ধরে ফেলে যন্ত্রের হাতে তুলে দিয়েছে। যন্ত্রটা তাকে ঝাঁকাচ্ছে, নাড়াচ্ছে, ওপরে-নিচে করছে, পানিতে চুবিয়ে চুবিয়ে তুলছে—সব মিলিয়ে খুবই জটিল অবস্থা!

বল্টু যখন স্বপ্নে এসব ওলট-পালট বিষয় দেখছে, তখন রিতু তাকে ভিজে টাওয়েল দিয়ে ধুয়েমুছে জামাকাপড় খুলে পরিষ্কার করার চেষ্টা

BANGLABOOK.COM

BANGLABOOK.COM

করছিল! ব্যাঙ পকেটে নিয়ে বল্টু ঘুমিয়ে পড়বে, সেটা রিতুর জন্য মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।

যে জিনিসটা রিতু আর রাজু জানে না, বল্টুও জানে না, সেটা হচ্ছে যে বল্টুর বয়স মাত্র আট হলে কী হবে, সে একেবারে খাঁটি সায়েন্টিস্ট। ব্যাপারটা এক দিনে হয় নি, ধীরে ধীরে হয়েছে। এর জন্য দায়ী রিতু আর রাজু দুজনই, যদিও তারা কেউ সেটা জানে না।

ছোট বাচ্চা যখন একটু বড় হয় তখনই তারা প্রশ্ন করা শুরু করে, বেশির ভাগ বাবা-মা দু-একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বন্ধ করে দেয়। তার পরও যদি বাচ্চা কোনো প্রশ্ন করে তখন তারা তাদের একটা রাম-ধমক দেয়—দুয়েকটা রাম-ধমক খেয়ে বাচ্চা প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেয়। রিতু আর রাজু কখনোই সেটা করে নি, বল্টু যা প্রশ্ন করেছে তারা তার উত্তর দিয়েছে।

যখন ছোট ছিল তখন প্রশ্ন আর উত্তরগুলো ছিল এ রকম :

বল্টু : (দেয়ালে একটা টিকটিকি দেখিয়ে) আব্বু।

রাজু : কী, বাবা?

বল্টু : ওইটা কী?

রাজু : ওইটা হচ্ছে টিকটিকি।

বল্টু : কেন আব্বু?

রাজু : এটা তো টিকটিক করে ডাকে, সেই জন্যে এটার নাম টিকটিকি।

বল্টু : কেন এটা টিকটিক করে ডাকে?

রাজু : তা না হলে কেমন করে ডাকবে? হাম্বা করে তো ডাকতে পারে না, কারণ গরু ডাকে হাম্বা করে। ম্যা ম্যা করে ডাকতে পারে না কারণ ছাগল ডাকে ম্যা ম্যা করে। ঘেউঘেউ করেও ডাকতে পারে না, কারণ কুকুর ডাকে ঘেউঘেউ করে। মিউমিউ করেও ডাকতে পারে না, কারণ বিড়াল ডাকে মিউমিউ করে। তাই এটা ডাকে টিকটিক করে।

বল্টু : (আনন্দে হাততালি দিয়ে) গরু কেমন করে ডাকে, আব্বু?

রাজু : (গরুর ডাকের অনুকরণ করে) হাম্বা ...

বল্টু : ছাগল কেমন করে ডাকে, আব্বু?

রাজু : ম্যা ... ম্যা ...

বল্টু : কুকুর কেমন করে ডাকে, আব্বু?

রাজু : ঘেউঘেউ ঘেউঘেউ ...

BANGLABOOK.COM

বল্টু তখন পৃথিবীর যত প্রাণীর নাম জানে সবগুলোর নাম একটা একটা করে বলতে থাকে। রাজুকেও তার ডাক শোনাতে হয়। প্রশ্ন করার ব্যাপারে বল্টুর কোনো ক্লান্তি নেই আর তার উত্তর দিতেও রাজু কিংবা রিতুর ধৈর্যের কোনো সীমা নেই।

বল্টু যখন আরেকটু বড় হলো তখন তার প্রশ্নগুলো হলো এ রকম :

বল্টু : (আবার সেই টিকটিকি দেখিয়ে) আম্মু, টিকটিকি দেওয়াল থেকে পড়ে যায় না কেন?

রিতু : টিকটিকির পাগুলো খুব স্পেশাল। বইয়ের পাতার মতন ভাঁজ ভাঁজ থাকে, চাপ দিয়ে দেওয়ালে আটকে ফেলতে পারে!

বল্টু : আমাদের পা এরকম হলো না কেন? তাহলে তো আমরাও দেওয়ালে ঝুলে থাকতে পারতাম!

রিতু : টিকটিকির পোকা ধরে খাওয়ার জন্যে দেওয়ালে ঝুলে থাকতে হয়, তোর কি পোকা খাওয়ার দরকার আছে? তোকে ডাইনিং টেবিলে ভাত দেই না?

বল্টু : কিন্তু দেওয়ালে ঝুলে থাকার একটা মজা আছে না!

রিতু : মানুষের মাথায় আছে বুদ্ধি, তারা যদি দেওয়ালে ঝুলে থাকতে চায় সেটা করবে বুদ্ধি দিয়ে। সাপ ব্যাঙ টিকটিকি—ওদের তো আর মানুষের মতো বুদ্ধি নাই, তাই ওদের শরীরে ব্যবস্থা করে দেওয়া থাকে!

কথাটা মনে হয় বল্টু খুব গুরুত্ব দিয়ে নিয়েছিল। বুদ্ধি খাটিয়ে দেওয়ালে আটকে থাকার জন্য সে সেদিন দুপুরবেলায় ড্রইংরুমের ছবির একটা ফ্রেম ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করল। ফ্রেম খুলে পড়ে কাচ ভেঙে একটা রক্তারক্তি অবস্থা। এটা ছিল বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম করতে গিয়ে তার প্রথম অঘটন।

BANGLABOOK.COM

বল্টু যখন আরেকটু বড় হলো তখন তার প্রশ্নগুলো হলো এ রকম :

বল্টু : (তার হাতে টিকটিকির খসে যাওয়া একটা লেজ) আব্বু, আব্বু, দেখো, দেখো।

রাজু : কী দেখব?

বল্টু : এই দেখো টিকটিকির লেজ। লেজটা নড়ছে!

রাজু : টিকটিকির লেজটা তুই কোথায় পেলি?

বল্টু : একটা শার্ট গুটি পাকিয়ে দেওয়ালে টিকটিকির ওপরে ছুড়ে দিয়েছি, সেটা যখন নিচে পড়েছে তখন সেটাকে ধরতে গিয়েছি, লেজটা খসে গেছে!

BANGLABOOK.COM

রাজু : কাজটা কি ঠিক হলো? তোর যদি একটা লেজ থাকত, সেটা যদি কেউ খসিয়ে ফেলত তাহলে তোর কি ভালো লাগত?

বল্টু : আমি তো ইচ্ছা করে খসাই নাই! একটু দেখতে গিয়েছিলাম আর লেজটা খসে গেল! কেন খসে গেল, আব্বু?

রাজু : এই যে খসে যাওয়া লেজ নিয়ে তুই এত ব্যস্ত হয়ে আছিস, আর সেই ফাঁকে টিকটিকি তার জান নিয়ে পালিয়ে গেছে, সেটাই হচ্ছে কারণ। শত্রুকে ব্যস্ত রাখার জন্যে টিকটিকি তার লেজ খসিয়ে চলে যায়!

বল্টু : কিন্তু আব্বু, টিকটিকিটাই তো নাই—এই এখন লেজটা নাড়াচ্ছে কে?

রাজু : নিজে নিজেই নড়ছে। লেজের ভেতরে ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে!

বল্টুদের বাসায় অনেক টিকটিকি, রাজু আর রিতু আবিষ্কার করল, কদিনের ভেতরেই কোনো টিকটিকির পিছনে কোনো লেজ নেই। বল্টুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একটা ছোট কৌটার ভেতর থেকে টিকটিকির খসে যাওয়া লেজগুলো উদ্ধার করা হয়েছিল।

কিছুদিনের ভেতরেই টিকটিকিগুলোর লেজ গজাতে শুরু করল, তখন বল্টুর প্রশ্নগুলো হলো এ রকম :

বল্টু : আম্মু, তুমি একটা জিনিস জানো?

রিতু : কী?

বল্টু : টিকটিকির লেজ খসে যাওয়ার পর যে লেজটা ওঠে, সেটা টেনে আলাদা করা যায় না।

রিতু : (চোখ কপালে তুলে) তুই কেমন করে জানিস!

বল্টু : আমি টেনে দেখেছি আম্মু। খুব টাইট।

রিতু : কী সর্বনাশা কথা! তুই টিকটিকি ধরে তার লেজ টেনে টেনে দেখছিস?

বল্টু : (অধৈর্য হয়ে) আম্মু, আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে এসেছি আর তুমি প্রশ্নটাই করতে দিচ্ছ না!

রিতু : (চোখ পাকিয়ে) কী প্রশ্ন?

বল্টু : টিকটিকির লেজ এমনিতে বেশ শক্ত, কিন্তু পড়ে যাওয়ার পর যেটা বের হয় সেটা অনেক লুতুলুতু নরম! কেন আম্মু?

রিতু : তুই কেমন করে জানিস?

বল্টু : আমি টিপে টিপে দেখেছি।

BANGLABOOK.COM
BANGLABOOK.COM

রিতু : (চিৎকার করে) তুই টিকটিকি ধরে তার লেজ টিপে টিপে দেখছিস?

বল্টু : (আরও অধৈর্য) আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করলাম আর তুমি উল্টা আমাকে প্রশ্ন করছ? বলো, কেন টিকটিকির দুই নম্বর লেজটা তুলতুলে নরম?

রিতু : (অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করে) তার কারণ টিকটিকির দুই নম্বর লেজের ভেতরে কোনো হাড় থাকে না। হাড় থাকে এক নম্বর লেজে।

উত্তর শুনে বল্টুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে আনন্দে হাতে কিল দেয়। তার বয়সী একটা ছেলে একটা খেলনা পেলে যেটুকু খুশি হয়, বল্টু প্রায় সে রকম খুশি হয় তার কোনো একটা প্রশ্নের উত্তর পেলে।

এটা হচ্ছে শুধু টিকটিকি নিয়ে বল্টুর প্রশ্ন করার উদাহরণ। বল্টুর আশপাশে তো শুধু টিকটিকি নেই; ব্যাঙ আছে, তেলাপোকা আছে, ইঁদুর আছে, পিঁপড়া আছে, ফড়িং আছে, মাকড়সা আছে—সত্যি কথা বলতে কি চারপাশে কী কী আছে সেটা তো আর বলে শেষ করা যাবে না—কাজেই বল্টুর প্রশ্ন শেষ হওয়ার কোনো নিশানাই নেই। প্রশ্নের উত্তর না দিলে বিপদ আরও বেড়ে যায়, কারণ তাহলে সে নিজেই তার উত্তরটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। যেমন একদিন রিতু রান্না করছে—চুলোতে গরম তেল, তার মাঝে বেগুন ছাড়ছে, ঠিক তখন বল্টু জিজ্ঞেস করল, "আম্মু, আগুনে কী কী পোড়ে?"

রিতু হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে বল্টুকে পিছনে সরিয়ে বলল, "সবকিছু পোড়ে।"

বল্টু জিজ্ঞেস করল, "তাহলে ডেকচিটা পুড়ছে না কেন?"

"দেখছিস না ডেকচিটা অ্যালুমিনিয়ামের? সেই জন্যে পুড়ছে না।"

"তাহলে সবকিছু পোড়ে না, কিছু কিছু জিনিস পোড়ে?

রিতু একটা বেগুন উদ্ধার করতে করতে বলল, "এখন যা দেখি, বিরক্ত করিস না। দেখছিস না রান্না করছি?"

বল্টু চলে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল সারা ঘরে ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ। ঠিক ঘরের মাঝখানে খবরের কাগজ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে বল্টু নানারকম জিনিস নিয়ে বসেছে। আগুনে ছুড়ে ছুড়ে দিয়ে দেখছে কোনটা পোড়ে আর কোনটা পোড়ে না। তার প্রশ্নের উত্তর না পেলে খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো সে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে নিয়ে উত্তর বের করে নেয়।

BANGLABOOK.COM

হাতে-কলমে পরীক্ষা করে সে যেসব জিনিস আবিষ্কার করেছে তার তালিকা অনেক লম্বা। সে কোথাও সেগুলো লিখে রাখে নি, কিন্তু যদি লিখে রাখত তাহলে দেখতে এ রকম হতো :

১. দুধ খাওয়ার সময় ঠিক সময়মতো জোরে জোরে হাসতে পারলে দুধটা নাক দিয়ে বের করে ফেলা যায়। তবে হাসি-কান্না-হাঁচি যেটাই চেষ্টা করা যাক, দুধটা কোনোভাবেই কান দিয়ে বের করা সম্ভব নয়।

২. মশার কোনো স্বাদ নেই।

৩. মাছি অত্যন্ত ধুরন্ধর স্বভাবের। তবে একটা মাছি যদি বসে থাকে তাহলে তার ঠিক ওপরে হাততালি দিয়ে মাছিটাকে দুই হাতের মাঝে চ্যাটকা লাগানো সম্ভব।

৪. কাগজের ঠোঙার মধ্যে বাতাস ভরে সেটাকে থাবা দিয়ে ফাটালে বিকট শব্দ হয়। কেউ ঘুমিয়ে থাকলে তার কানের কাছে এই শব্দ করলে তার ঘুম ভাঙে এবং সে খুব রেগে ওঠে।

৫. একটা ছোট মাছ একটা ছোট কৌটার মধ্যে রেখে দিয়ে তিন দিনের মধ্যে পচা গন্ধ তৈরি করা যায়।

৬. বেলুনে বাতাস ভরা থেকে পানি ভরা সোজা। পানি ভরা বেলুন দিয়ে বড় মানুষের সঙ্গে খেলা ঠিক নয়—বিশেষ করে তারা যদি সেজেগুজে থাকে।

৭. একটা ডিম খাড়াভাবে ফেললে ফাটে না, এটা সত্যি নয়। ডিম ফাটে।

৮. ম্যাগনিফাইং গ্লাস জানালায় রেখে দিয়ে পর্দায় আগুন লাগানো সম্ভব।

৯. মাকড়সার পিছন থেকে টেনে টেনে অনেক সুতা বের করা যায়।

১০. ইঁদুরের বাচ্চাকে ফ্রিজে রেখে দিলে সেটা কাবু হয়ে যায়।

এ তালিকা অবশ্য আরও অনেক লম্বা এবং প্রতিদিনই আরও লম্বা হচ্ছে, কাজেই পুরোটা কোনো দিনই কারও পক্ষে জানানো সম্ভব নয়।

পৃথিবীর নানা রকম প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য সে যে শুধু তার বাবা-মাকে প্রশ্ন করে আর হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখে সেটা সত্যি নয়, সে খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো অনেক পড়াশোনা করে। সে পড়তে শিখেছে যখন তার বয়স চার। রিতু যদি জানত এ রকম একটা অঘটন ঘটবে, তাহলে সে কোনো দিনও এটা ঘটতে দিত না! বল্টু যখন ছোট তখন তাকে শান্ত রাখা

BANGLABOOK.COM

খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। রিতু আবিষ্কার করল, তাকে গল্প শোনালে সে চোখ বড় বড় করে মুগ্ধ হয়ে গল্প শোনে। বানিয়ে বানিয়ে গল্প শোনাতে শোনাতে এক সময় রিতুর রসদ ফুরিয়ে গেল। তখন সে বল্টুকে বই থেকে গল্প পড়ে শোনাতে শুরু করল, আর সেটাই হলো সর্বনাশ। বইয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গল্পটা শুনতে শুনতে কীভাবে কীভাবে জানি বল্টু পড়া শিখে গেল, সে কোনো অক্ষর চেনে না কিন্তু পড়তে পারে। এর থেকে বিচিত্র ব্যাপার আর কী হতে পারে?

প্রথম প্রথম রিতু আর রাজু ব্যাপারটা নিয়ে বেশ খুশিই ছিল—এত ছোট ছেলে পড়তে শিখে গেছে, বাবা-মা খুশি হতেই পারে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে তাদের খুশিটা উবে যেতে শুরু করল, বল্টু পড়তে পারে সে রকম বইগুলো শেষ করেই সে বড় বড় বই পড়া শুরু করল, তখন প্রতি মুহূর্তে একবার এসে একটা শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করে যায়। মর্কট, চন্দ্র, কুণ্ডলী—এ রকম শব্দের অর্থ চার বছরের ছেলেকে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সে যখন এসে 'নান্দনিক', 'অপরাধবোধ' কিংবা 'অভিমান' শব্দের অর্থ বুঝতে চায় তখন রিতু-রাজুর বারোটা বেজে যায়।

বল্টুর বয়স এখন আট। স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে, তবে চার বছর থেকে বইপড়া শুরু করায় ক্লাস থ্রির অন্য যে কোনো ছেলে থেকে একশ গুণ বেশি বই পড়ে এসেছে। রিতু আর রাজু মোটামুটি নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে, বল্টু এমন কিছু বই পড়ে বসে আছে যে বই তার মোটেও পড়া উচিত হয় নি। আর সে বইগুলো পড়ে তার এমন কিছু জ্ঞান হয়ে আছে, যে জ্ঞান এই বয়সের একটা ছেলের থাকার কথা নয়! যেমন সে বই পড়ে শিখেছে, পৃথিবীর যে কোনো জিনিস যদি ভাঙা যায় তাহলে শেষ পর্যন্ত সেটা প্রথমে অণু, তারপর পরমাণুতে ভাগ হয়ে যাবে। এটা শেখার পর অনেক দিন সে একটা বিশাল হাতুড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াত, হাতের কাছে যেটাই পেত সেটাকেই হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ভেতর থেকে অণু-পরমাণু বের করার চেষ্টা করত!

একদিন বল্টুর জ্বর হয়েছে, তার বয়সী অন্য ছেলেমেয়ে জ্বরে কাবু হয়ে শুয়ে থাকার কথা, বল্টু মোটেই কাবু হলো না। জ্বলজ্বলে চোখে বিছানায় সোজা হয়ে বসে রইল। একটু পরে দেখা গেল শরীরের এখানে-সেখানে ধরে নিজেকেই নিজে চিমটি কাটছে। রিতু অবাক হয়ে বলল, "বল্টু, কী হয়েছে, চিমটি কাটছিস কেন?

"জ্বর হয়েছে তো, তাই।"

রিতু আরও অবাক হয়ে বলল, "জ্বর হলে চিমটি কাটতে হয়?"

BANGLABOOK.COM

বল্টু গম্ভীর মুখে বলল, "জ্বর কেমন করে হয় জানো না?"

"কেমন করে?"

"ব্যাকটেরিয়া নাহয় ভাইরাস দিয়ে। আমার শরীরে এখন ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস কিলবিল করছে। তাই টিপে টিপে মারছি।" এই বলে বল্টু আবার তার ঘাড়ের চামড়া, পেটের চামড়া টিপে ধরতে লাগল।

রিতু চোখ কপালে তুলে বলল, "তুই এভাবে টিপে টিপে ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস মারতে পারবি?"

"কেন পারব না?"

"এগুলো কত ছোট জানিস?"

"জানি। ছোট জিনিস মারা অনেক সহজ।"

"তাই?"

"হ্যাঁ, তুমি এক কাজ করো, আম্মু।"

"কী কাজ?"

"পাখার ডাঁটিটা সোজা করে ধরো। আমি একটা হাঁচি দেব ..."

"হাচি দিবি?"

"হ্যাঁ। যখন হাঁচি দেব তখন আমার নাক-মুখ দিয়ে লাখ লাখ ব্যাকটেরিয়া নাহয় ভাইরাস বের হয়ে আসবে। তখন তুমি পাখার ডাঁটি দিয়ে পিটিয়ে সবগুলো মেরে ফেলবে। পারবে না?"

রিতু বলল, "এইভাবে ব্যাকটেরিয়া মারা যায় না।"

বল্টু জ্বলজ্বলে চোখে তর্ক শুরু করে দিল, "তুমি কেমন করে জানো মারা যায় না? একশবার মারা যায়। তুমি মার।"

বল্টু একটি হাঁচি দিল আর রিতুকে সামনে দাঁড়িয়ে পাখার ডাঁটি দিয়ে ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস পিটিয়ে মারতে হলো।

খুব অল্প কথায় এই হচ্ছে বল্টু।

BANGLABOOK.COM

২. দার্শনিকের নাম নান্টু

বল্টু কারও নাম হওয়ার কথা না, কিন্তু কীভাবে কীভাবে সেটা বল্টুর নাম হয়ে গেছে কেউ তা পরিষ্কার করে মনে করতে পারে না। রাজুর ধারণা, বল্টুর জন্মের পর অন্য দশটা ছোট বাচ্চার মতো তার কোনো ঘাড়-গর্দান ছিল না, ছোট শরীরটার ওপর একটা বড় মাথা দেখে তাকে একটা বল্টুর মতো লাগছিল বলে তাকে ডাকা হতো বল্টু। রিতু মনে করে, সেটা সত্যি

BANGLABOOK.COM

নয়, বল্টুর জন্ম হওয়ার পর যখন সে তার ছোট ছোট হাত-পা আঁকুপাঁকু করে নাড়ত, তখন সে তার উদোম পেটে মুখ লাগিয়ে কাতুকুতু দিতে দিতে অল্টু মল্টু ফল্টু ভল্টু কল্টু চল্টু বল্টু—এজাতীয় দুর্বোধ্য শব্দ করত। এসব শব্দ করতে করতে কীভাবে কীভাবে জানি বল্টু নামটা তার ওপর গেঁথে গেছে। রাজুর কাহিনীটা সত্যি, নাকি রিতুর কাহিনীটা সত্যি—সেটা কেউ ঠিক করে জানে না। তবে ঘটনা হচ্ছে, বল্টুর নাম এখন আসলেই বল্টু। এ ঘটনার সঙ্গে আরেকটা ছোট দুর্ঘটনা ঘটেছে—সেটা হচ্ছে বল্টুর সব সময়ের সঙ্গী নান্টুকে কেউ আর নান্টু ডাকতে চায় না—বল্টুর সঙ্গে মিলিয়ে তার একটা নতুন নাম দিয়েছে। যখন নান্টু আর বল্টু কোথাও যায়, আশপাশে যারা থাকে তারা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, "ওই দেখ, নাট-বল্টু যাচ্ছে, নাট বল্টু-যাচ্ছে।"

অন্য যেকোনো মানুষ হলে নিশ্চয়ই রেগে উঠত, কিন্তু নান্টু কখনো রাগে না। তার ভেতর রাগ ক্রোধ-হিংসা এসব কিছু নেই। ছয় বছরের এই ছোটখাটো মানুষটা পুরোপুরি একজন দার্শনিক। যদি ছোট বাচ্চাদের দাড়ি গজানোর উপায় থাকত, তাহলে দেখা যেত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নান্টুর লম্বা লম্বা পাকা দাড়ি। নান্টুর পাকা দাড়ি নেই সত্যি, কিন্তু তার কথাবার্তা-ভাবভঙ্গি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে কোনো অংশে কম নয়। যেমন ধরা যাক, নান্টু হয়তো গভীর কোনো ভাব নিয়ে ঘরে পায়চারি করছে, তখন হয়তো তার বড় বোন মুনিয়া বলল, "নান্টু, টেবিলের ওপর থেকে বইটা আমাকে একটু দিবি?"

BANGLABOOK.COM

নান্টু তখন বলবে, "কেন দেব না, আপু। নিশ্চয়ই দেব। তুমি আমাকে একটা বই দিতে বলেছ, আমি সেটা দেব না, এটা তো হতে পারে না। নিশ্চয়ই দেব। একশবার দেব।"

তারপর দেখা যাবে নান্টু গভীর একটা ভাব নিয়ে দুই হাত পিছনে রেখে ঘরে পায়চারি করেই যাচ্ছে। মুনিয়া তখন অধৈর্য হয়ে বলবে, "কী হলো? তোকে না বইটা দিতে বললাম?"

নান্টু তখন চমকে উঠে বলবে, "আপু! আমি বুঝতে পারি নাই তুমি বইটা দিতে বলেছ! আমি ভেবেছি তুমি জিজ্ঞেস করেছ আমি বইটা দেব কি না!"

"ব্যস! অনেক হয়েছে। এখন বকরবকর না করে বইটা দে।"

নান্টু তখন প্রায় ছুটে বইটা নিয়ে মুনিয়াকে দিয়ে বলবে, "আপু, তোমাকে আর কিছু এনে দেব?"

BANGLABOOK.COM

"না, আর কিছু লাগবে না।"

"এক গ্লাস পানি?"

"না, লাগবে না।"

"তাহলে একটা কলম, না হলে পেনসিল এনে দেই?"

"না।"

"আজকের পেপারটা এনে দেব?"

এ রকম সময় মুনিয়ার মেজাজ গরম হয়ে যায়। সে দাঁত কিড়মিড় করে বলে, "বললাম তো আর কিছু লাগবে না।"

মুনিয়াকে দাঁত কিড়মিড় করতে দেখে নান্টুর চোখ ছলছল করে ওঠে। সে নরম গলায় বলে, "আপু! তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?"

"না। রাগ করি নাই।"

"তাহলে তুমি এ রকম করে কেন কথা বলছ?"

"কী রকম করে কথা বলছি?"

"রাগ-রাগ হয়ে!"

"আমি রাগ-রাগ হয়ে কথা বলছি না।"

নান্টু কিছুক্ষণ মুনিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "তাহলে তোমার মুখটা এ রকম রাগ-রাগ কেন?"

মুনিয়া তখন রেগেমেগে বলে, "আমার মুখটা মোটেও রাগ-রাগ না।"

নান্টু তখন খুব শান্ত গলায় বলে, "আমি একটা আয়না এনে দেই? তুমি নিজেই দেখো, তোমার মুখটা কি রাগ-রাগ না হাসি-হাসি।"

মুনিয়া বলে, "না, আয়না আনতে হবে না।"

"তাহলে কী আনব?"

"কিছুই আনতে হবে না।"

তখন নান্টু ছলছল চোখে বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আপু, তুমি নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করেছ।"

মুনিয়া তখন দুই হাত-পা ছুড়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে চিৎকার করে বলে, "করি নাই! করি নাই! কর নাই!"

নান্টু তখনো বিচলিত হয় না। বড় বড় চোখে মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে হতাশভাবে মাথা নাড়ে। ছোট বাচ্চাদের অর্থহীন কাজ করতে দেখলে বড়রা যেভাবে মাথা নাড়ে অনেকটা সে রকম। এই হচ্ছে নান্টু। তার মতো শান্তশিষ্ট, ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ আর একজনও নেই, কিন্তু যারা তাকে চেনে তারা তাকে ঘাঁটায় না।

BANGLABOOK.COM

একদিন এই নান্টুর সঙ্গে আমাদের বল্টুর পরিচয় হলো। সেই পরিচয়ের ঘটনাটা মোটামুটি অন্যরকম। নান্টুর বাবা-মা এসেছেন রিতু-রাজুদের পাশের বাসায়। নান্টুর মা খুব মিশুক ধরনের মানুষ, নতুন জায়গায় এসেই আশেপাশে সবার বাসায় গিয়ে আলাপ-পরিচয় করতে শুরু করে দিয়েছেন। একদিন তাই নান্টু আর মুনিয়াকে নিয়ে এলেন বল্টুদের বাসায়। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনলেন, ভেতরে তুমুল হইচই। এ রকম অবস্থায় ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে কি না নান্টুর আম্মু বুঝতে পারছিলেন না। কিন্তু ততক্ষণে নান্টু বেল টিপে দিয়েছে। বেলের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরকার হইচই হঠাৎ করে থেমে গেল। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর খুট করে দরজা খুলে রিতু বাইরে উঁকি দিল।

নান্টুর আম্মু খুব অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমরা আসলে পাশের বাসায় এসেছি, ভাবলাম আশেপাশে যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে পরিচয় করি, তাই আমার ছেলে আর মেয়েটাকে নিয়ে এসেছিলাম ..."

এ রকম সময় ভেতর থেকে বল্টুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "আম্মু, ভালো হবে না কিন্তু বলে রাখলাম ..."

নান্টুর আম্মু বললেন, "আজকে মনে হয় আপনি ব্যস্ত আছেন, আমি অন্য একদিন আসি?"

রিতু দরজা খুলে বললেন, "অন্য একদিন আরও একবার আসবেন, আজকে যখন এসেছেন, ভেতরে আসেন।"

নান্টুর আম্মু এবং তাদের পিছনে পিছনে নান্টু আর মুনিয়া ভেতরে ঢুকে একটা বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেল। তারা দেখল, সাত-আট বছরের একটা বাচ্চা মাথা নিচে এবং পা ওপরে তুলে দিয়ে খাড়া হয়ে আছে। মাথার নিচে কয়েকটা বালিশ, যেন পড়ে না যায় সে জন্য পা দুটো ডাইনিং টেবিলের ওপর ভাঁজ করে রাখা। সামনে কয়েকটা গ্লাস ও বাটি, সেখানে কয়েক ধরনের খাবার। বল্টু সেই অবস্থায় চিৎকার করে বলল, "আম্মু, তুমি কিন্তু শুধু শুধু দেরি করছ।"

রিতু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আপনি যদি অন্য সময় আসেন তখনো ঠিক এ রকম কিছু একটা ঘটতে থাকবে। এখনকার ঘটনাটা তবু সহজ ঘটনা। এর চাইতে অনেক জটিল ঘটনা ঘটে।"

জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে কি না নান্টুর আম্মু বুঝতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে ফেললেন, "ঠিক কী হয়েছে?"

রিতু বলল, "আমি আপনাকে বললেও আপনি বুঝবেন না! আমি নিজেই বুঝি না, আপনাকে কী বোঝাব?"

BANGLABOOK.COM

রিতু নান্টুর আম্মুর হাত ধরে বসার ঘরের দিকে নিতে নিতে বলল, "আসেন, ওখানে বসি। একটু কথা বলি। এই ছেলের যন্ত্রণায় আমার মাথা ধরে গেছে।"

ডাইনিং টেবিলে পা রেখে উল্টো হয়ে ঝুলে থাকা অবস্থায় বল্টু আবার চিৎকার করে বলল, "আম্মু, তুমি দেরি করছ। ভালো হবে না কিন্তু।"

নান্টুর আম্মু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "প্লিজ, আপনি দেখে আসেন কী চায় ..."

রিতু হাত নেড়ে বলল, "দেখার কিছু নাই। উল্টা হয়ে এভাবে ঝুলে থাকুক।"

এ রকম সময় নান্টু উঠে দাঁড়াল, বলল, "আমি দেখি আসি।"

নান্টু অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে দুই হাত পিছনে নিয়ে বল্টুর দিকে এগিয়ে গেল, পুরো ডাইনিং টেবিলটা এক পাক ঘুরে সে বল্টুর সামনে গালে হাত দিয়ে বসে যায়। কোনো কথা না বলে খুব মনোযোগ দিয়ে বল্টুকে দেখতে থাকে। বল্টু মুখ শক্ত করে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী দেখো?"

নান্টু উদাস মুখে বলল, "এখানে দেখার আর কী আছে? তোমাকেই দেখি!"

"কেন?"

"দেখতে আমার খুবই ভালো লাগছে।" বল্টু কী একটা বলতে যাচ্ছিল, নান্টু তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি খিদে লেগেছে?"

"না।"

নান্টু তার সামনে রাখা খাবারগুলো দেখিয়ে বলল, "তাহলে এই খাবারগুলো এখানে কেন?"

"আমি খাব, তাই।"

উত্তরটা নান্টু মেনে নিয়ে বলল, "ও।"

বল্টু তখন রেগে গিয়ে বলল, "ও মানে আবার কী। আমার খিদে লাগে নাই তবু কেন খাব জিজ্ঞেস করবে না?"

নান্টুকে এবার একটু অবাক হতে দেখা যায়, সে মাথা চুলকে বলল, "তোমার যদি খিদে নাই তাহলে খাবে কেন?"

বল্টু মুখ আরও শক্ত করে বলল, "কারণ এটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা।"

নান্টু বলল, "ও।"

বল্টু বলল, "তুমি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কী সেটা জান?"

নান্টু এবার আরও কিছুক্ষণ মাথা চুলকে বলল, "জানি না?"

বল্টু রাগ-রাগ মুখে বলল, "তুমি বৈজ্ঞানিক গবেষণা জানো না?"

নান্টু মাথা নাড়ল, "নাহ্।"

BANGLABOOK.COM

বল্টু উল্টো অবস্থাতেই মাথা ঘুরিয়ে ভালো করে নান্টুকে দেখল, বলল, "তুমি এত বড় হয়েছ, এখনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা জানো না?"

নান্টু বলল, "আমি আসলে বেশি বড় হই নাই।"

"তাহলে তোমাকে এত বড় দেখা যাচ্ছে কেন?"

নান্টু বলল, "তুমি উল্টা হয়ে আছ বলে মনে হয় আমাকে বড় দেখা যাচ্ছে।"

উত্তরটা বল্টুর পছন্দ হলো; বলল, "সেটা মনে হয় ঠিক। এটাও আমার গবেষণা করতে হবে।"

নান্টু বলল, "গবেষণা কী?"

বল্টু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "যখন কোনো একটা জিনিস কেউ জানে না তখন সেটা বার করার নাম হচ্ছে গবেষণা।"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "অ।" তারপর খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "এগুলো খেতে কেমন কেউ জানে না?"

বল্টু বিরক্ত হয়ে বলল, "সেটা জানবে না কেন? সেটা সবাই জানে।"

"তাহলে গবেষণা করছ কেন?"

"আমি কি খেতে কী রকম সেটা গবেষণা করছি?"

"তাহলে কী গবেষণা করছ?"

"মানুষ যখন খায় তখন সেটা পেটে কেমন করে যায় সেটা গবেষণা করছি।"

নান্টু বুঝতে না পেরে মাথা চুলকাতে থাকে।

"বুঝলে না?"

নান্টু মাথা নাড়ল "নাহ।"

"আমরা যখন খাই তখন খাবারটা মুখ থেকে যাবে পেটে—নিচের দিকে। ঠিক কি না?"

"হ্যাঁ।"

"এখন আমি উল্টা হয়ে আছি, এখন কিছু খেলে খাবারটা পেটে যেতে হলে কোন দিকে যেতে হবে? নিচে না ওপরে?"

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "ওপরে।"

"আমি সেটাই গবেষণা করতে চাই। সবকিছু নিচের দিকে পড়ে। কিছু খেলে সেটাও পেটের ভেতর নিচের দিকে পড়ে। কিন্তু উল্টা হয়ে খেলে কী হয়? এটা কী ওপর দিকে উঠবে নাকি নীচের দিকে বের হয়ে যাবে।"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "এখন বুঝেছি।"

বল্টু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু আম্মুর জন্যে গবেষণা করতে পারছি না।"

BANGLABOOK.COM

"কেন?"

বল্টু মুখ শক্ত করে বলল, "আম্মু খাওয়াতে রাজি হচ্ছে না।"

নান্টু খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি তোমাকে খাইয়ে দেব?"

বল্টু সন্দেহের চোখে নান্টুর দিকে একবার তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি পারবে?"

"মনে হয় পারব।"

"ঠিক আছে খাওয়াও।"

নান্টু খাবারগুলোর দিকে তাকাল, একটা বাটিতে কিছু মুড়ি। একটা খোলা বিস্কুটের প্যাকেট। একটা প্লেটে একটা কলা। একটা গ্লাসে আধগ্লাস দুধ। নান্টু জিজ্ঞেস করল, "আগে কোনটা দেব?"

বল্টু বলল, "বিস্কুট।"

বল্টুর মুখে নান্টু একটা বিস্কুটি ধরিয়ে দিল। বল্টু সেটা চিবিয়ে খেয়ে ঢোক গিলল। নান্টু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থেকে বলল, "পেটে কি যাচ্ছে? ওপরে উঠছে?"

বল্টু বলল, "মনে হয় উঠছে।"

"আরেকটা বিস্কুট দেব?"

"না। কলাটা দাও।"

নান্টু কলাটা ছিলে বল্টুর মুখের কাছে ধরে। বল্টু এক কামড় খেয়ে গেলার চেষ্টা করল। নান্টু খুব মনোযোগ দিয়ে বল্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। খাওয়া শেষ হওয়ার পর জিজ্ঞেস করল, "পেটে গেছে।"

বল্টু বলল, "গেছে।"

"তার মানে খাবারটা ওপরের দিকে উঠেছে।"

"হ্যাঁ, উঠেছে।"

"তাহলে গবেষণা শেষ?"

বল্টু বলল, "উহুঁ। শেষ না।"

"কেন?"

"এখনো মুড়ি আর দুধ খাওয়া বাকি আছে।"

"সবগুলো খেতে হবে?"

"হ্যাঁ।" বল্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে হলে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়।"

নান্টু বলল, "অ।"

"এবার মুড়ি দাও।"

BANGLABOOK.COM

নান্টু একমুঠি মুড়ি দিয়ে বল্টুর মুখে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। নিজের মুখে খাবার দেওয়া এত সহজ, কিন্তু আরেকজনের মুখে দেওয়া এত কঠিন কে জানত! সেই মানুষটা উল্টো হয়ে থাকলে তো মোটামুটি অসম্ভব ব্যাপার। তার পরও শেষ পর্যন্ত বল্টুর মুখে একমুঠি মুড়ি ঢুকিয়ে দেওয়া গেল। বল্টু চিবিয়ে চিবিয়ে সেটা খেয়ে খুশি-খুশি মুখে বলল, "গুড গবেষণা।"

নান্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "গবেষণা শেষ?"

"না, এখনো শেষ হয় নাই। আমি তিন রকম খাবার খেয়েছিল, কিন্তু সবগুলো হচ্ছে কঠিন পদার্থ। এখন খাব দুধ। সেটা হচ্ছে তরল।"

নান্টু মাথা নাড়ল; বলল, "অ।"

বল্টু বলল, "দাও দুধ।"

নান্টু দুধের গ্লাসটা নিয়ে নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু কোনোভাবেই সুবিধে করতে পারে না। একজন মানুষ উল্টো হয়ে থাকলে তাকে দুধ খাওয়ানো অসম্ভব একটা ব্যাপার।

বল্টু বলল, "কী হলো? দাও দুধ।"

"দিচ্ছি।" বলে নান্টু আবার চেষ্টা করে কিন্তু বল্টুকে খাওয়াতে পারে না।

বল্টু অধৈর্য হয়ে বলল, "কী হলো তোমার, একটু দুধও খাওয়াতে পারো না?"

নান্টু কোনো উপায় না দেখে দুধটা ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং এ রকম অবস্থায় যা হওয়ার কথা তা-ই হলো—কিছু মুখে এবং বাকিটা নাকের ওপর পড়ল। উল্টো হয়ে থাকা মানুষের নাকে দুধ ঢেলে দিলে যা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয় সেটা বলার মতো না। বল্টু হাঁচি দিতে দিতে কাশতে কাশতে মুহূর্তে সোজা হয়ে লাফিয়ে-কুঁদিয়ে সারা ঘরে ছোটাছুটি করতে থাকে।

বসার ঘরে নান্টুর আম্মু রিতুর সঙ্গে কথা বলছিলেন, হঠাৎ করে বল্টুকে এভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁচি দিতে দিতে কাশতে দেখে চমকে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! কী হয়েছে?"

রিতু হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, "ও কিছু না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা!"

"বৈজ্ঞানিক গবেষণা?"

"হ্যাঁ। প্রতিদিনই এ রকম কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়, তারপর এ রকম লাফঝাঁপ, চিৎকার হতে থাকে।"

নান্টুর আম্মু বললেন, "কোনো রকম সমস্যা হয় নাই তো?"

BANGLABOOK.COM

রিতু বলল, "হলে হবে। আপনি চিন্তা করবেন না।"

রিতুর কথা ঠিক বের হলো, কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল, বল্টু হাসিমুখে বসার ঘরে এসে হাজির হয়েছে। হাতে কিল দিয়ে সে বলল, "আম্মু, ফাটাফাটি এক্সপেরিমেন্ট করেছি।"

রিতু চোখ সরু করে বলল, "এখন সবকিছু তুলে রাখ।"

"কী এক্সপেরিমেন্ট করেছি, শুনবে না?"

"পরে শুনব।"

"না আম্মু, এখনই শোনো।"

রিতু হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "ঠিক আছে, বল।"

"মানুষ উল্টো হয়ে খেলে খাবারটা ওপরের দিকে উঠে যায়।"

নান্টু কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল, এবার কাছে এগিয়ে এসে বলল, "হ্যাঁ। উল্টো হয়ে থেকে মুখে দিলে খাবারটা ওঠে ওপরে। আর নাকে দিলে যায় নিচে। তাই না?"

বল্টুর মুখ একশ ওয়াট লাইটের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নান্টুর পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছ। একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে আমরা দুইটা এক্সপেরিমেন্ট করে ফেলেছি! মুখের ভেতর খাবার, নাকের ভেতর খাবার!"

নান্টু জ্বলজ্বল চোখে বলল, "এখন খালি বাকি আছে কান। কানের ভেতরে খাবার দিলে তিনটা এক্সপেরিমেন্ট হবে, তাই না?"

নান্টুর আম্মু আঁতকে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! কানের ভেতর কোনো কিছু দেবে না। নেভার।"

"কেন?"

"কানের পর্দা খুব ডেলিকেট। কিছু একটা হলে পর্দা ফেটে যাবে। আর কিছু শুনতে পাবে না!"

নান্টু মনমরা হয়ে বলল, "তাহলে কানের এক্সপেরিমেন্ট করা যাবে না?"

"না।"

নান্টুর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বল্টু বলল, "তোমার কোনো চিন্তা নাই। কানে না করলেও এক্সপেরিমেন্ট করার আরও জায়গা আছে। আসো।"

এভাবে নান্টুর সঙ্গে বল্টুর পরিচয় হয়ে বিখ্যাত নাট-বল্টু জুটি তৈরি হয়েছিল!

BANGLABOOK.COM

৩. মশা কেন ভূত হবে না

পরের দিন নান্টুকে আবার বল্টুর বাসায় দেখা গেল। বল্টু তখন ঘরে তার টেবিলের নিচে উবু হয়ে শুয়ে আছে। অন্য যেকোনো মানুষ হলে জানতে চাইত, একজন মানুষ এত জায়গা থাকতে কেন টেবিলের নিচে উবু হয়ে

BANGLABOOK.COM

শুয়ে থাকবে। কিন্তু নান্টু কখনো নিজে থেকে কিছু প্রশ্ন করে না। সে বল্টুর পাশে বসে নিজের গালে হাত দিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে বল্টুকে দেখতে থাকে। তখন বল্টুকে জিজ্ঞেস করতেই হলো, "তুমি কী দেখছ?"

নান্টু উদাস ভঙ্গিতে বলল, "নাহ্ কিছু না।"

বল্টুর বৈজ্ঞানিক মন উত্তরটায় খুশি হলো না, বলল, "তুমি তাকিয়ে আছ, তার মানে তুমি নিশ্চয়ই দেখছ। তাকিয়ে থাকলে আলো চোখের লেন্সের ভেতর দিয়ে রেটিনাতে পড়ে তখন দেখা যায়। তুমি দেখছ—একশবার দেখছ।"

"ঠিক আছে তাহলে আমি চোখ বন্ধ করে থাকি।" বলে নান্টু তার চোখ বন্ধ করে ফেলল।

বল্টু কিছুক্ষণ নান্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। সে একটু অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, একজন মানুষ চোখ খুলে তাকিয়ে থাকলে যে রকম অস্বস্তি হয়, চোখ বন্ধ করে থাকলেও সে রকম অস্তিত্ব হয়। বল্টু টেবিলের তলা থেকে উঠে বসে বলল, "এই ছেলে।"

নান্টু বলল, "উঁ।"

"তুমি চোখ খোলো।"

"খুলব?"

"হ্যাঁ।"

"আমকে বকবে না তো?"

"না, বকব না।"

নান্টু তখন আস্তে আস্তে চোখ খুলে পিটপিট করে তাকাল। বল্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "তুমি কোনো দিন বিজ্ঞানী হতে পারবে না।"

নান্টু মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল, বলল, "ঠিক আছে।"

"কেন পারবে না, জানো?"

"না।"

"বিজ্ঞানী হতে হলে সব সময় সবকিছু নিয়ে প্রশ্ন করতে হয়। সবকিছু জানতে হয়। তুমি কোনো প্রশ্ন কর নাই।"

নান্টু আবার মাথা নাড়ল; বলল, "ঠিক আছে।"

বল্টু রেগেমেগে বলল "না, ঠিক নাই। তুমি এই ঘরে ঢুকে দেখেছ আমি টেবিলের নিচে শুয়ে আছি। দেখ নাই?"

নান্টু মাথা নাড়ল; বলল, "দেখেছি।"

"তাহলে তুমি কেন জিজ্ঞেস করো নাই, বল্টু ভাইয়া, তুমি টেবিলের নিচে শুয়ে শুয়ে কী করছ?"

BANGLABOOK.COM

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "আমি ভেবেছি, তুমি মনে হয় সব সময় টেবিলের নিচেই থাক।"

"তাই ভেবেছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"আগের দিন তো তুমি উল্টো হয়েছিলে সেই জন্যে। আমি ভেবেছি, তুমি মনে হয় সব সময় উল্টাপাল্টা হয়ে থাক।"

বল্টু রেগে বলল, "আমি কখনো উল্টাপাল্টা হয়ে থাকি না। আমি টেবিলের নিচে শুয়ে শুয়ে একটা কাজ করছিলাম।"

নান্টু বলল, "ও।"

বল্টু হতাশ হয়ে বলল, "ও বললে হবে না। তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, আমি কী করছিলাম।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করছিলে?"

সঙ্গে সঙ্গে বল্টুর চোখ-মুখ একশো ওয়াট বাল্বের মতো জ্বলে উঠল। চোখ বড় বড় করে বলল, "এই দেখো, পিঁপড়ারা একটা তেলাপোকা টেনে টেনে নিচ্ছে। দেখেছ!"

নান্টু মাথা নাড়ল।

বল্টু বলল, "এখন এটা দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে?"

নান্টু নাক কুঁচকে বলল, "তেলাপোকা! ইয়াক থুঃ!"

বল্টু বলল, "উহুঁ। এটা দেখে ইয়াক থুঃ বললে হবে না। বিজ্ঞানীরা কখনো কোনো কিছু দেখে ইয়াক থুঃ বলে না।"

নান্টু বলল, "ও।"

"এখন বলো, এটা দেখে তোমার কী মনে হচ্ছে?"

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করার দরকার।"

বল্টু হা হা করে উঠল, বলল, "সর্বনাশ! তুমি কী বলছ পাগলের মতো! এটা পরিষ্কার করবে কেন? এটা হচ্ছে একটা আস্ত ল্যাবরেটরি। এটা দিয়ে গবেষণা করতে হবে। পিঁপড়ার দিকে তাকিয়ে তুমি প্রশ্ন করবে, কেমন করে পিঁপড়ারা জানে এদিক দিয়ে যেতে হবে। বুঝেছ?"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

"আমি সেটাই করছি। পিঁপড়াগুলো নিয়ে গবেষণা করে বের করছি, তারা কেমন করে যায়।"

একটু পরে দেখা গেল, নান্টু আর বল্টু দুজনই টেবিলের নিচে উবু হয়ে শুয়ে শুয়ে পিঁপড়াগুলো দেখছে। ঘণ্টাখানেক পর দুজনকে টেবিলের তলা থেকে বের হয়ে আসতে দেখা গেল, পিঁপড়ার কামড়ে দুজনই খানিকটা

BANGLABOOK.COM

অস্থির—কিন্তু বল্টু শেষ পর্যন্ত বের করেছে, পিঁপড়ারা যাওয়ার সময় এক ধরেনর গন্ধ রেখে যায়। সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে অন্য পিঁপড়ারা তাদের সারি ঠিক রাখে।

কিন্তু এই গবেষণার জন্য বল্টুর খানিকটা মূল্য দিতে হলো। দুপুরবেলা গোসল করে রিতু শাড়ি পরে শরীরে একটু পারফিউম দিতে গিয়ে আবিষ্কার করল, তার সবচেয়ে প্রিয় পারফিউমের বোতলটার অর্ধেক হাওয়া হয়ে গেছে। সে চোখ কপালে তুলে বলল, "আমার পারফিউম কে শেষ করেছে? কে?"

এর উত্তর জানার জন্য অবশ্য আইনস্টাইন হওয়ার দরকার নেই, এই বাসায় এ ধরনের ঘটনা ঘটায় শুধু বল্টু। রিতু হুঙ্কার দিয়ে বলল, "বল্টু!"

বল্টু কাছেই ছিল; বলল, "বলো আম্মু।"

"তুই এই পারফিউম নিয়েছিস?"

বল্টুর চোখে-মুখে অবাক হওয়ার একটা ছাপ পড়ল, বলল, "পিঁপড়া নিয়ে গবেষণার সময় ..."

রিতু হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কী বললি?"

বল্টু ধৈর্য হারাল না, বলল, "আম্মু, তুমি আমাকে কথাটা শেষ করতে দাও নি, আমি কথাটা শেষ না করলে তুমি কেমন করে জানবে?"

রিতু খপ করে বল্টুর কলার ধরে বলল, "এতগুলো পারফিউম নষ্ট করেছিস? তুই জানিস, এই শিশির দাম কত? আমার এক মাসের বেতন..."

বল্টু নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "আম্মু! তুমি বুঝতে পারছ না। আমরা যখন বুঝতে পারলাম পিঁপড়ারা গন্ধ শুঁকে শুঁকে যায়, তখন তাদের রাস্তায় আমরা এই পারফিউম ঢেলে দিয়েছি! সব পিঁপড়ার তখন মাথা খারাপ হয়ে গেল! কে কোন দিকে যাবে বুঝতে পারে না—একেবারে উল্টাপাল্টা অবস্থা। তুমি যদি নান্টুকে দেখতে ..."

"কী হয়েছে নান্টুর?"

"পিঁপড়া ওর প্যান্টের ভেতর ঢুকে যা কামড় দিয়েছে!" বল্টু পুরো দৃশ্যটা কল্পনা করে আনন্দে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে বলল, "বাসায় তোমার এই পারফিউমটা ছিল বলে এক্সপেরিমেন্টটা করতে পেরেছি! না থাকলে যে কী করতাম!"

রিতু চোখ বড় বড় করে তার ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল আর বল্টু মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উল্টো দিকে হেঁটে চলে গেল, রিতু তাকে কিছু বলারও সুযোগ পেল না।

BANGLABOOK.COM

কদিনের মধ্যেই দেখা গেল, নান্টু আর বল্টুর মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়েছে। নান্টুর কোনো কাজ না থাকলে সে বল্টুর কাছে এসে বসে থাকে। বল্টু একটানা কথা বলে যায়, নান্টু গালে হাত দিয়ে সেগুলো শোনে। বল্টুর পেটে যে এত কথা ছিল সেটা সে নিজেও জানত না, আর তার টানা কথা বলা শুনতে যে নান্টুও কখনো ক্লান্ত হবে না সেটাও সে জানত না। বল্টু বৈজ্ঞানিক বিষয় ছাড়া অন্য কিছু বিশেষ জানে না। তাই তার সব কথাই হয় বিজ্ঞান নিয়ে। হাতে একটা পেনসিল থাকলে সে বলে, "এই পেনসিলের সিসটা দেখেছিস? (ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর "তুমি" "তুই"য়ে নেমে এসেছে) এটা কিন্তু সিসা না। এটা হচ্ছে গ্রাফাইট। গ্রাফাইট চিনেছিস? কয়লা। কয়লা আর গ্রাফাইটে কোনো পার্থক্য নাই। হীরা আর কয়লাতেও কোনো পার্থক্য নাই। আমি বুঝি না, মেয়েরা হীরার গয়না পরতে এত পছন্দ করে কেন! হীরা আর কয়লা তো একই জিনিস। তাহলে তারা তো ইচ্ছা করলে কয়লার গয়নাও পরতে পারে! কত সস্তায় তাহলে গয়না কিনতে পারবে! পারবে না?"

নান্টু কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ে। বল্টুর হাতে যদি একটা কাগজ থাকে তাহলে বলবে, "দেখেছিস, কাগজ? ইন্টারেস্টিং জিনিস। যেদিন বৃষ্টি হয় বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকে, সেদিন কাগজ সাইজে বড় হয়ে যায়। যদি দিনটা শুকনা থাকে তাহলে কাগজটাও ছোট হয়ে যায়। কাগজ দিয়ে আমি একটা যন্ত্র বানিয়েছিলাম, বৃষ্টি হলেই সেটার কাটাটা দেখাত বৃষ্টি। যন্ত্রটা বেশি কাজে লাগে নাই, জানালা দিয়ে তাকালেই তো দেখা যায় বৃষ্টি হচ্ছে, যন্ত্র দিয়ে কী করব? ঠিক বলি নাই?"

নান্টু কোনো কথা না বলে মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিল যে বল্টু ঠিকই বলেছে।

কিংবা বল্টু যদি এক গ্লাস পানি খায় তাহলে চোখ বড় বড় করে বলবে, "পানি! দুনিয়ার সবচেয়ে আজব জিনিস! পানি যখন জমে বরফ হয়, তখন তার সাইজ বড় হয়ে যায়। সেই জন্যে বরফ পানিতে ভাসে। আমাদের শরীরের কতটুকু পানি, জানিস?"

নান্টু মাথা নেড়ে জানায় যে সে জানে না। বল্টু চোখ বড় বড় করে বলল, "তোর শরীরের পানিটুকু যদি আলাদা করা যেত, তাহলে সেটা তোর কাঁধ পর্যন্ত আসত! চিন্তা কর, তোর কাঁধ পর্যন্ত থলথলে পানি! কী আজব! তোর শরীরে কতটুকু ফসফরাস আছে জানিস?"

নান্টু কোনো কথা না বলে মাথা নেড়ে জানায় সে জানে না। বল্টু তখন বলে, "একটা ম্যাচের কাঠি বানাতে যতটুকু ফসফরাস লাগে, ততটুকু! ফসফরাস কী জানিস?"

BANGLABOOK.COM

বল্টু তখন নান্টুর কাছে ফসফরাসের ব্যাখ্যা করতে থাকে, নান্টু বাধ্য ছেলের মতো সবকিছু শোনে। বল্টু যে রকম কথা বলতে পছন্দ করে, নান্টু ঠিক সে রকম কথা শুনতে পছন্দ করে। নান্টু দেখে, মাঝে মাঝে বল্টু অবশ্যি একটু অধৈর্য হয়ে যায়। একদিন টানা আধঘণ্টা এবোলা ভাইরাসের ওপর বক্তৃতা দিয়ে গেল। নান্টু ধৈর্য ধরে পুরোটা শুনল, কিন্তু একটা কথাও বলল না। বল্টু হঠাৎ কথা থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি আমার কথা শুনছিস?"

নান্টু মাথা নাড়ে। বল্টু তখন চোখ ছোট ছোট করে জিজ্ঞেস করে, "তাহলে বল দেখি এবোলা ভাইরাস কেন এত ভয়ঙ্কর?"

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "সেটা তো জানি না।"

"তাহলে এতক্ষণ যে তোকে বললাম সেটা শুনিস নাই?"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "শুনেছি। কিন্তু বুঝি নাই।"

"বুঝিস নাই, তাহলে জিজ্ঞেস করিস না কেন?"

নান্টু হাসি-হাসি মুখে বলল, "আমার শুনতেই ভালো লাগে। কথা বলার সময় তোমার নাকটা একবার মোটা হয়, একবার চিকন হয়—সেটা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।"

বল্টু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না নান্টু, না। তোর খালি শুনলে হবে না। তোকে বুঝতেও হবে। বোঝার জন্যে তোকে প্রশ্নও করতে হবে।"

নান্টু বলল, "ঠিক আছে।"

"প্রশ্ন কর দেখি। এখনই একটা প্রশ্ন কর।"

নান্টু মাথা চুলকাল, বলল, "করব?"

"হ্যাঁ, কর দেখি একটা প্রশ্ন।"

নান্টু অনেকক্ষণ চিন্তা করল। মাথা চুলকাল, ঠোঁট কামড়াল, চোখ বন্ধ করল, তারপর খুলল। তারপর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষ মরে গেলে ভূত হয়। ভূত মরে গেলে কী হয়?"

নান্টুর প্রশ্ন শুনে বল্টু কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "এটা তোর প্রশ্ন?"

নান্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না।"

"কেন?"

"একটা ভূত মরে কী হয় সেটা জানার জন্যে একটা ভূতকে ধরতে হবে, তারপর সেটাকে মারতে হবে।"

"ভূতকে কীভাবে মারে?"

BANGLABOOK.COM

"জানি না। মনে হয় পিটিয়ে।"

"কী দিয়ে পিটাবে?"

বল্টু বলল, "সেটাও জানি না। মনে হয় লাঠি দিয়ে।"

নান্টু পুরো ব্যাপারটা বুঝে ফেলায় মাথা নাড়ল। তারপর বলল, "আমার কী মনে হয় জানো?"

"কী?

"ভূত মরলে গেঞ্জি হয়।"

বল্টু চোখ কপালে তুলে বলল, "গেঞ্জি?"

"হ্যাঁ, গেঞ্জি। ছোট ভূত মারা গেলে ছোট গেঞ্জি, বড় ভূত মারা গেলে বড় গেঞ্জি।"

বল্টু কিছুক্ষণ নান্টুর দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। কোনো কথা বলল না। নান্টু আবার কিছুক্ষণ তার ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা, বল্টু ভাইয়া ..."

বল্টু সন্দেহের চোখে নান্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী?"

"মানুষ মরে গেলে যদি ভূত হয়, তাহলে মুরগি মরে গেলে কি মুরগির ভূত হতে পারে না?"

বল্টুকে এবার খুব চিন্তিত দেখায়, খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "মনে হয় হতে পারে।"

"তাহলে আমরা যে মুরগি খাই, সেই মুরগিদের ভূত কি আমাদের ওপর খুব রাগ হয় না?"

বল্টু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হতে পারে।"

"তাহলে কি মুরগির ভূতগুলি রাতে এসে আমাদের মাথায় ঠোকর দেবে না?"

বল্টু কী উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে বলল, "মনে হয় দেবে।"

নান্টুকে খুব চিন্তিত দেখাল, বলল, "তাহলে আমাদের কি মুরগি খাওয়া ঠিক হবে?"

বল্টু কী বলবে বুঝতে না পেরে নিজের মাথা চুলকাতে শুরু করে। যে নান্টু আগে কখনো কোনো প্রশ্ন করে নি, এখন হঠাৎ করে তার যেন প্রশ্ন করার একটা ঝোঁক চলে এল। সে বড় বড় চোখ করে বল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "বল্টু ভাইয়া!"

বল্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "কী?"

"মুরগি মরে যদি মুরগি ভূত হতে পারে, তাহলে কি মশা মরে মশার ভূত হতে পারে না?"

BANGLABOOK.COM

বল্টু মাথা চুলকে বলল, "হতে তো পারেই মনে হচ্ছে।"

"তাহলে আমরা যে মশা মারি, সেই মশাগুলি মরে মশার ভূত হয়ে আমাদের কামড়াতে আসে না?"

বল্টু কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "আসতেই পারে।"

"তাহলে আমাদের কি মশা মারা উচিত?"

বল্টু কী বলবে বুঝতে পারে না, তাই একটু মাথা চুলকালো। নান্টু গম্ভীর মুখে বলল, "মশা থেকে মশার ভূত কি বেশি ডেঞ্জারাস না? মশা কামড়ালে আমরা দেখতে পাব, মশার ভূত যখন কামড়াবে আমরা তো দেখতেও পাব না। কী ভয়ঙ্কর!"

বল্টু এবার আর কোনো কথা বলল না। নান্টু আবার তার ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করতে থাকে। তারপর বল্টুর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিল। বল্টু তাকে থামাল, বলল "নান্টু, শোন।"

"কী?"

"তোকে আমি বলেছিলাম না প্রশ্ন করতে?"

"হ্যাঁ, বলেছিলে। সে জন্যেই তো প্রশ্ন করছি।"

"আমার মনে হয় তোর আর প্রশ্ন করার দরকার নাই।"

"দরকার নাই?"

"না," বল্টু মাথা নেড়ে বলল, "তোর প্রশ্নের উত্তর বের করা খুব কঠিন।"

নান্টু বলল, "ঠিক আছে তাহলে, আর বেশি প্রশ্ন করব না।" নান্টু একগাল হেসে বলল, "আমার প্রশ্ন করতে ভালোও লাগে না।"

বল্টু বলল, "সেটাই ভালো। তুই যত কম প্রশ্ন করবি ততই ভালো।"

পরদিন নান্টু নিজে তার প্রথম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে ফেলল। সকালবেলা সে একটা ছোট শিশি নিয়ে বল্টুর কাছে হাজির হলো, চোখ বড় বড় করে বলল, "বল্টু ভাইয়া, এই দেখো!"

নান্টুর হাত থেকে শিশিটা নিয়ে বল্টু বলল, "কী?"

"এই শিশির ভেতর একটা ভূত আটকে ফেলেছি।"

বল্টু চোখ বড় বড় করে বলল, "ভূত আটকে ফেলেছিস?"

"হ্যাঁ। মশার ভূত।"

"মশার ভূত?"

নান্টু দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, "একটা মশা ধরে শিশিটার ভেতর ঢুকিয়ে ছিপিটা শক্ত করে আটকে দিয়েছি।"

BANGLABOOK.COM

বল্টু কিছু বুঝতে না পেরে বলল, "কেন?"

"তুমি বোঝো নাই? ভেতরে মশাটা কয়েকবার লাফঝাঁপ দিয়ে মরে গেছে। মশা মরে গিয়ে ভূত হয়েছে, সেই ভূতটা শিশিটার মধ্যে আটকা পড়েছে। ছিপিটা এত শক্ত করে লাগিয়েছি যে ভেতর থেকে বের হতে পারবে না!"

বল্টু কী বলবে বুঝতে না পেরে একটু অবাক হয়ে নান্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। নান্টু বলল, "বল্টু ভাইয়া, ভালো করে দেখো দেখি, মশার ভূতটা দেখা যায় নাকি। ভূতেরা তো খালি অন্ধকারে বের হয়, তাই না?"

বল্টু মাথা চুলকে বলল, "আমি ঠিক জানি না ..."

নান্টুর উৎসাহের জন্য শিশিটাকে অন্ধকারে নিয়ে দেখতে হলো, কিছু দেখা গেল না। কিন্তু তাতেও নান্টুর উৎসাহ কমে গেল না। বলল, "মনে হয় অন্ধকারে মশার ভূতটা বের হয়, কিন্তু অন্ধকার বলে আমরা দেখতে পাই না। তাই না, বল্টু ভাইয়া?"

বল্টু বলল, "মনে হয় তা-ই।"

"দেখা না গেলেও ক্ষতি নাই, আমরা তো জানি ভূতটা ভেতরেই আছে। বের হবে কেমন করে, তাই না বল্টু ভাইয়া?"

বল্টু আবার মাথা নাড়াল।

নান্টু বলল, "বল্টু ভাইয়া, তোমার সব বৈজ্ঞানিক জিনিসপত্রের সঙ্গে এটা রেখে দাও।"

কাজেই বল্টুর চুম্বক, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ব্যাটারি, ইলেকট্রিক তার, পেরেক, ভিনেগাররের বোতল, থার্মোমিটার, টিকটিকির শুকনো লেজ, সিরিঞ্জ, রবারের নল, চোঙা, প্লায়ার্স, ভাঙা ঘড়ি—এসবের পাশে শিশিটা সাজিয়ে রাখতে হলো। নান্টুর উৎসাহের কারণে শিশির ওপরে বড় বড় করে লেখা হলো : "সাবধান! মশার ভূত।"

এ ঘটনার পর থেকে বল্টু অবশ্যি নান্টুকে বিজ্ঞানী বানানোর চেষ্টা বন্ধ করে দিল। সে বুঝতে পেরেছে—সবাই যে রকম কবি না, কেউ কেউ কবি; সে রকম সবাই বিজ্ঞানী না, কেউ কেউ বিজ্ঞানী!

BANGLABOOK.COM

৪. বেচারা আইনস্টাইন

কদিন ধরে রাজু আর রিতু একটু ভয়ে ভয়ে আছে। কারণ হচ্ছে যে বল্টু একটা মোটা বই নিয়ে খুব ব্যস্ত। বইটার নাম *থিওরি অব রিলেটিভিটি : বিজ্ঞানী আইনস্টাইন*। রাজু বইটা ঘেঁটে দেখেছে, বারো বছরের ছেলের সেটা পড়ে কিছু বোঝার কথা না। নানা রকম ইকুয়েশন দিয়ে বইটি বোঝাই। তবে বল্টু হাল ছাড়ল না, সেটার পিছনে লেগে থাকল।

BANGLABOOK.COM

সেদিন বিকেলে নান্টু এসেছে। বল্টু তখন বইটা বন্ধ করে বলল, "বুঝলি নান্টু, আমি শেষ পর্যন্ত থিওরি অব রিলেটিভিটিটা মনে হয় বুঝতে পেরেছি।"

নান্টুকে সেটা নিয়ে খুব উত্তেজিত হতে দেখা গেল না। সে বলল, "অ।"

বল্টু বলল, "থিওরি অব রিলেটিভিটি খুব ফাটাফাটি জিনিস। এটা দিয়ে অ্যাটম বোমা বানায়!"

নান্টুকে এবার একটু কৌতূহলী দেখা গেল; বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। একটা ফর্মুলা আছে, ই ইকুয়েলস টু এমসি স্কয়ার। সেটা কেমন করে বের করেছে বুঝতে পারছি না। অনেক কঠিন অঙ্ক।"

নান্টু বলল, "অ।"

"কিন্তু থিওরিটা বুঝে ফেলেছি। খুব সোজা। তোকে বললে তুইও বুঝবি।"

নান্টুর খুব বোঝার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বল্টুর উৎসাহ দেখে সে আর "না" করল না। বল্টু মোটা বইটা বের করে বলল, "এই দেখ। এখানে লেখা আছে। তোকে পড়ে শোনাই।" বল্টু তখন নান্টুকে পড়ে শোনাল, "আইনস্টাইনকে একবার থিওরি অব রিলেটিভিটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, গরম চুলার কাছে বসে থাকতে হলে পাঁচ মিনিটকে মনে হয় পাঁচ ঘণ্টার মতো লম্বা। আবার একজন সুন্দরী মেয়ের কাছে বসে থাকলে পাঁচ ঘণ্টাকেও মনে হয় মাত্র পাঁচ মিনিট। এটাই হচ্ছে রিলেটিভিটি!" বল্টু বই বন্ধ করে নান্টুকে জিজ্ঞেস করল, "বুঝেছিস?"

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "একটু একটু বুঝেছি।"

বল্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "রিলেটিভিটির থিওরির মাঝে টাইমের সাথে একটা ব্যাপার আছে। রকেটে করে গেলে টাইম স্লো হয়ে যায়। আমি রকেট কই পাব? কিন্তু আইনস্টাইন নিজে বলেছেন রিলেটিভিটির এক্সপেরিমেন্ট করতে রকেট লাগবে না। একটা চুলা আর একটা সুন্দরী মেয়ে পেলেই এক্সপেরিমেন্টটা করা যাবে।"

নান্টু বলল, "সুন্দরী মেয়ে তুমি কই পাবে?"

বল্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "সেটাই সমস্যা।"

নান্টুর সঙ্গে বল্টু কিছুক্ষণ সুন্দরী মেয়ে নিয়ে আলোচনা করল, কিন্তু কোথায় সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যাবে সে এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য করতে পারল না। রাতের বেলা বল্টু তাই তার মায়ের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে

BANGLABOOK.COM

আলোচনা করার চেষ্টা করল। রিতুকে ডেকে বলল, "আম্মু, একটা সুন্দরী মেয়ে কোথায় পাওয়া যায়, বলতে পারবে?"

রিতু চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললি তুই? সুন্দরী মেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"তুই সুন্দরী মেয়ে দিয়ে কী করবি?"

বল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, "কাজ আছে।"

রিতু তখন গলা উঁচিয়ে রাজুকে ডেকে বলল, "তুমি শুনে যাও। তোমার ছেলে এই বয়সে সুন্দরী মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে!"

রাজু হা হা করে হেসে বলল, "তাই নাকি! আমাদের বল্টুর অনেক উন্নতি হয়েছে তো!"

বল্টু খুব বিরক্ত হয়ে বলল, "তোমাদের সাথে কখনো কোনো দরকারি জিনিস নিয়ে কথা বলা যায় না।"

রিতু তখন মুখ গম্ভীর করে বলল, "কী করবি তুই সুন্দরী মেয়ে দিয়ে?"

"থিওরি অব রিলেটিভিটির একটা এক্সপেরিমেন্ট করব।"

"সেই এক্সপেরিমেন্টে সুন্দরী মেয়ে লাগবে?"

বল্টু মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

রিতু বলল, "আমাকে দিয়ে হবে না? আমার চেহারা তো অনেক সুন্দর।"

বল্টু একটা অধৈর্য হয়ে বলল, "না আম্মু, তোমাকে দিয়ে হবে না। তুমি সুন্দরী মেয়ে না, তুমি হচ্ছ আম্মু। আম্মুরা সুন্দরী মেয়ে হয় না।"

রিতু বলল, "ও আচ্ছা। তাহলে তোর ফিল্মের নায়িকা দরকার?"

"সেটা আমি জানি না। আমার সুন্দরী মেয়ে দরকার।"

বল্টু দেখতে পেল তার আব্বু-আম্মু দুজনই প্রাণপণে হাসি চাপার চেষ্টা করছে। সে অবশ্যি খুব অবাক হলো না। তার বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়ে আব্বু-আম্মু সব সময়ই হাসি-তামাশা করছে।

পরের দিন নান্টুর সাথে দেখা হওয়ার পর বল্টু বলল, "আমি এক্সপেরিমেন্টটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। সুন্দরী মেয়ে নিয়ে খুব ঝামেলা হচ্ছে। কিন্তু চুলার এক্সপেরিমেন্টটা তো করতেই পারি। পারি না?"

নান্টু কোনো কিছু না বুঝেই বলল, "পারি।"

"আইনস্টাইন বলেছেন, চুলার কাছে থাকলে পাঁচ মিনিটকে মনে হয় পাঁচ ঘণ্টা। তার মানে বুঝতে পারলি?"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

BANGLABOOK.COM

"তার মানে, যে কাজটা কেউ পাঁচ ঘণ্টা লাগিয়ে করে, সে কাজটা যদি চুলার কাছে বসে করে তাহলে সে পাঁচ মিনিটে করে ফেলবে। তার কারণ তখন পাঁচ মিনিটই মনে হবে পাঁচ ঘণ্টা।"

নান্টু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "কোন কাজটা পাঁচ ঘণ্টা লাগিয়ে করতে হয়?"

বল্টু চিন্তিতভাবে তার ঘরে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "সেটাই তো বুঝতে পারছি না!"

হঠাৎ নান্টুর চোখ বড় বড় হয়ে যায়, সে বল্টুর শার্টের হাতা টেনে ধরে বলল, "বল্টু ভাইয়া!"

"কী হয়েছে?"

"আপু তো সারাদিন টেলিফোনে কথা বলে তাই আম্মু সেদিন আপুকে বলেছে, কী তুই পাঁচ ঘণ্টা ধরে কথা বলিস!"

বল্টু হাতে কিল দিয়ে বলল, "ফার্স্ট ক্লাস! তার মানে মুনিয়া আপুকে দিয়েই এই এক্সপেরিমেন্টটা করা যাবে! মুনিয়া আপু যখন টেলিফোনে কথা বলবে তখন তাকে চুলার কাছে নিয়ে যেতে হবে!"

নান্টু একটু চিন্তিত মুখে বলল, "কেমন করে চুলার কাছে নিয়ে যাবে?"

বল্টু মাথা চুলকে বলল, "সেটা চিন্তা করে বের করতে হবে।"

বল্টু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে পারে না, তাই তাকে দেখা গেল সে ঘরের এই মাথা থেকে অন্য মাথায় হেঁটে হেঁটে চিন্তা করতে শুরু করেছে। বল্টু যখন খুব মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করে তখন নান্টু তাকে বিরক্ত করে না। গালে হাত দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে—কাজেই সে গালে হাত দিয়ে বল্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। বল্টু কিছুক্ষণ ঘরের এই মাথা থেকে অন্য মাথায় হেঁটে থেমে গিয়ে হাতে কিল দিয়ে বলল, "পেয়েছি!"

নান্টু বলল, "কী পেয়েছ?"

"কেমন করে করতে হবে সেটা পেয়েছি।" বল্টু গম্ভীর মুখে বলল, "আইনস্টাইন যখন বলেছেন চুলার কাছে নিতে হবে, তার মানে আসলে কী?"

নান্টু বলল, "কী?"

"তার মানে আসলে হচ্ছে গরম লাগানো! মুনিয়া আপুকে চুলার কাছে নিতে হবে না, তাকে আমরা গরম লাগাব।"

"কেমন করে গরম লাগাবে?"

"খুব সোজা। একটা লোহার শিক গরম করে ছেঁকা দেব।"

BANGLABOOK.COM

নান্টু আমতা আমতা করে বলল, "তুমি লোহার শিক গরম করে মুনিয়া আপুকে ছেঁকা দেবে?"

"হ্যাঁ। কোনো সমস্যা আছে?"

"মুনিয়া আপু খুব ডেঞ্জারাস। তাকে লোহার শিক গরম করে ছেঁকা দিলে সে কিন্তু তোমাকে খুন করে ফেলতে পারে।"

বল্টু বুক ফুলিয়ে বলল, "করতে চাইলে করুক। আমি ভয় পাই নাকি? ঘরের ভেতর পিছলা খাওয়ার জন্যে একবার এক বোতল তেল ঢেলেছিলাম, যা মজা হচ্ছিল! তখন আম্মু পিছলা খেয়ে পড়ে কী রকম রেগেছিল তুই চিন্তাও করতে পারবি না। বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে হলে একটু বিপদ হতেই পারে! সে জন্যে ভয় পাওয়া যাবে না।"

কাজেই কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, নান্টু ও বল্টু একটা লোহার শিক হাতে নিয়ে নান্টুদের বাসায় হাজির হয়েছে। মুনিয়া বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা গল্পের বই পড়ছিল। নান্টু-বল্টুকে দেখে মুখে হাসি এনে বলল, "এই যে নাট-বল্টু, তোমাদের কী খবর?"

বল্টু বলল, "কোনো খবর নাই।"

"তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে, কোনো একটা খবর আছে। তোমার হাতে ওইটা কী?"

বল্টু হাতের শিকটা লুকানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, "না, এটা কিছু না।"

মুনিয়া হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, "হাতের জিনিসটা লুকাতে লুকাতে বলছ এটা কিছু না! ঠিক আছে, তোমরা যখন আমাকে বলতে চাইছ না, আমি জিজ্ঞেস করব না!"

বল্টু মুনিয়ার হাসিটা লক্ষ করতে করতে আবিষ্কার করল, তার চেহারাটা বেশ ভালো, যখন হি হি করে হাসে তখন আরও ভালো দেখায়! সুন্দরী মেয়ের এক্সপেরিমেন্টটা কি মুনিয়া আপুকে দিয়ে করা যায়? একটু সময় চিন্তা করে সে বলল, "মুনিয়া আপু।"

"কী, সায়েন্টিস্ট সাহেব?"

"তুমি কি সুন্দরী মেয়ে?"

মুনিয়া কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে বল্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর এত জোরে জোরে হাসতে শুরু করল যে আর থামতেই পারে না! বল্টু একটু রেগে বলল, "কী হলো? তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি, তুমি উত্তর দিলে দেবে আর না দিতে চাইলে দেবে না, কিন্তু তুমি এভাবে হাসছ কেন?"

BANGLABOOK.COM

হাসতে হাসতে মুনিয়ার চোখে পানি এসে গেল। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, "আচ্ছা সায়েন্টিস্ট সাহেব, তুমিই বলো তোমার কী মনে হয়, আমি কি সুন্দরী মেয়ে?"

বল্টু মাথা ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে বলল, "হ্যাঁ, মনে হয় তোমাকে সুন্দরী মেয়ে বলা যায়। তোমার নাকটা মনে হয় একটু বেশি বড়, এটা আরেকটু ছোট হলে ভালো হতো।"

মুনিয়া নাকে হাত দিয়ে বলল, "আই অ্যাম ভেরি সরি যে আমার নাকটা এত বড়। এখন থেকে প্রত্যেক দিন আমি নাকটাকে টিপে টিপে ছোট করার চেষ্টা করব।"

বল্টু বলল, "না মুনিয়া আপু, তোমার নাক টিপে ছোট করার দরকার নাই।"

"ঠিক আছ তুমি যখন বলছ তাহলে আমি আর টিপাটিপি করব না। এখন বলো, আমি সুন্দরী মেয়ে কি না সেটা জেনে কী করবে?"

বল্টু নান্টুর দিকে আর নান্টু বল্টুর দিকে তাকাল। মুনিয়া বলল, "কী হলো নাট-বল্টু? কোনো সিক্রেট মিশন?"

বল্টু বলল, "উহুঁ। একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা। থিওরি অব রিলেটিভিটি।"

মুনিয়া চোখ কপালে তুলল বলল, "সর্বনাশ! একেবারে থিওরি অব রিলেটিভিটি?"

"হ্যাঁ। খুবই সোজা এক্সপেরিমেন্ট?"

"কী করতে হবে এই এক্সপেরিমেন্টে?"

"তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি চুপ করে বসে থাকো।"

মুনিয়া তাই বিছানায় পা তুলে চুপ করে বসে পড়ল। বল্টু মুনিয়ার এক পাশে বসল, নান্টু অন্য পাশে। বল্টু তখন তার পকেট থেকে রাজুর ঘড়িটা বের করে হাতে পরে নিল। তারপর বলল, "ওয়ান টু থ্রি!"

মুনিয়া জিজ্ঞেস করল, "এখন কী হবে?"

বল্টু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা এখন পাঁচ মিনিট তোমার পাশে বসে থাকব।"

"ব্যস?"

"হ্যাঁ। বল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি যদি সুন্দরী মেয়ে হও, তাহলে একটা খুবই মজার জিনিস হবে।"

"সেটা কী?"

BANGLABOOK.COM

"আগে থেকে বলা যাবে না।" বল্টু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি চুপ করে বসে থাকো।"

কাজেই মুনিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে বসে রইল। ঠিক পাঁচ মিনিট পার হওয়ার পর বল্টু বলল, "নান্টু।"

"কী"

"তুই এখন ভেতরের ঘড়িতে দেখে আয় কয়টা বাজে। আমার ঘড়িতে বাজে চারটা পাঁচ। তার মানে ভেতরের ঘড়িতে বাজার কথা নয়টা পাঁচ।"

নান্টু ঘড়ি দেখতে ভেতরে চলে গেল, মুনিয়া অবাক হয়ে বল্টুকে জিজ্ঞেস করল, "কী বললে, সায়েন্টিস্ট সাহেব?"

"আমি বলেছি, এইখানে যখন পাঁচ মিনিট সময় পার হবে, বাইরে তখন পার হবে পাঁচ ঘণ্টা!"

"কেন?"

"আইনস্টাইন বলেছেন, সুন্দরী মেয়ের কাছে পাঁচ ঘণ্টা বসে থাকলেও মনে হয় মাত্র পাঁচ মিনিট বসেছে।"

মুনিয়ার কয়েক সেকেন্ড লাগল কথাটা বুঝতে। তারপর সে যা একটা কাণ্ড করল সেটা আর বলার মতো নয়। গলা ফাটিয়ে হাসতে হাসতে বিছানায় গড়াগড়ি খেতে লাগল। নান্টু ঘড়ি দেখে ফিরে এসে মুনিয়াকে এভাবে গড়াগড়ি খেতে দেখে বলল, "আপুর কী হয়েছে, বল্টু ভাইয়া?"

"বুঝতে পারছি না। মুনিয়া আপুর মনে হয় হাসি-রোগ আছে!" নান্টুর দিকে তাকিয়ে বল্টু জিজ্ঞেস করল, "কয়টা বাজে?"

নান্টু বলল, "চারটা পাঁচ। পাঁচ ঘণ্টা হয় নাই।"

বল্টু বলল, "তখনই মনে হচ্ছিল হবে না।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "মুনিয়া আপা থেকেও বেশি সুন্দরী মেয়ে লাগবে?"

বল্টু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আইনস্টাইন মনে হয় খালি সুন্দরী মেয়ের কথা বলেন নাই। ভালো মেয়ের কথাও বলেছেন! মুনিয়া আপু খালি আমাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করে।"

মুনিয়া হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার এটার কথা বলতেই হবে।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "কাকে বলতে হবে?"

"সাদিয়াকে। এক্ষুণি বলতে হবে।"

মুনিয়া হাসতে হাসতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। নান্টু তখন বল্টুকে নিচু গলায় বলল, "আপু ফোন করতে যাচ্ছে!"

BANGLABOOK.COM

বল্টু হাতের শিকটা উঁচু করে ধরে বলল, "এইবার তাহলে অন্য এক্সপেরিমেন্টটা করে ফেলি!"

মুনিয়ার খুবই কপাল ভালো যে বল্টু আর নান্টু লোহার শিকটা চুলোর ওপর ধরে ঠিকমতো গরম করতে পারে নি। শিকটা গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বল্টুর হাতে গরম লাগতে লাগল, তাই সেটা বেশি গরম না করেই চলে এল। বসার ঘরে মুনিয়ার পিছনে সেটা নিয়ে গোপনে যেতে যেতে শিকটা আর সে রকম গরম ছিল না, তার কনুইয়ে তা দিয়ে ছেঁকা দেওয়াটা খুব সহজ ছিল না। তা ছাড়া মুনিয়া সেটা দেখে ফেলে সময়মতো হাত সরিয়েও নিয়েছিল। তারপরও মুনিয়া গলা ফাটিয়ে যা একটা চিৎকার দিয়েছিল, তা আর বলার মতো নয়! বাসার সবাই আসতে আসতে অবশ্যি নান্টু আর বল্টু উধাও হয়ে গেল। দুজন যখন ছুটে পালাচ্ছে তখন নান্টু জিজ্ঞেস করল, "বল্টু ভাইয়া, এক্সপেরিমেন্টটা কি হয়েছে?"

"বুঝতে পারলাম না।"

নান্টু বলল, মনে হয় হয়েছে! আপু টেলিফোনটা রেখে দিয়েছে! এমনিতে আপু কয়েক ঘন্টা টেলিফোন করে।"

সেদিন রাতে নান্টুর বাসায় নান্টুকে আর বল্টুর বাসায় বল্টুকে তাদের আম্মু-আব্বুর কাছ থেকে বিশাল একটা লেকচার শুনতে হলো। বল্টু ভেবেছিল একবার আইনস্টাইনের কথাটা বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বলল না। সে জানে, বলে কোনো লাভ হতো না। তারা বল্টুকে যে রকম বুঝতে পারে না, আইনস্টাইনকেও সে রকম বুঝতে পারে না। মানুষ যখন বড় হয় তখন তাদের বুদ্ধিশুদ্ধি আস্তে আস্তে কমতে থাকে।

BANGLABOOK.COM

৫. কতো লম্বা টুথপেস্ট

নতুন টুথপেস্টটা হাতে নিয়ে বল্টু বলল, "অনেক দিন থেকে একটা নতুন টুথপেস্ট খুঁজছি।"

BANGLABOOK.COM

নান্টু বলল, "অ।"

বল্টু হতাশভাবে মাথা নেড়ে বলল, "নান্টু, তোকে আমি কোনোভাবেই কিছু শেখাতে পারি না। আমি যদি কিছু একটা বলি, তুই সেটা শুনে অ বলবি না।"

নান্টু মাথা নাড়ল। বলল, "ঠিক আছে।"

"ঠিক আছে বললেও হবে না। তোকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কেন আমি নতুন টুথপেস্ট খুঁজছি।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "বল্টু ভাইয়া, তুমি কেন নতুন টুথপেস্ট খুঁজছ?"

"আমি অনেক দিন থেকে দেখতে চাচ্ছিলাম, একটা টুথপেস্টের ভেতর কয় ইঞ্চি টুথপেস্ট থাকে।"

নান্টু "অ" বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সেটা তুমি কীভাবে মাপবে?"

বল্টু টেবিল থেকে রুলারটা হাতে নিয়ে বলল, "এই যে রুলার দিয়ে মাপব।"

"কিন্তু টুথপেস্ট তো ভেতরে ..."

"আগে টিপে বের করে নেব।"

নান্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "চাচি রাগ করবেন না?"

বল্টু অবাক হয়ে বলল, "কেন? আম্মু রাগ করবে কেন?"

"টুথপেস্ট নষ্ট করলে সব সময় আম্মুরা রাগ করে।"

বল্টু হা হা করে হেসে বলল, "আম্মু জানতেই পারবে না। টুথপেস্টটা কয় ফুট কয় ইঞ্চি লম্বা মেপে আবার ভেতরে ভরে রাখব। আম্মু জানতেও পারবে না।"

নান্টু এবার মাথা নেড়ে বলল, "অ।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, বল্টু টেবিলের ওপর টিপে টুথপেস্টটা বের করে রাখতে শুরু করেছে। টিউবটা টিপে পুরো টুথপেস্ট বের করে টেবিলের ওপর কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে যেতে হলো। তারপর বল্টু তার ফুট রুলার দিয়ে সেটা মাপল। পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি লম্বা!

বল্টু একটা কাগজে সেটা লিখে তার দরজায় টানিয়ে দিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল, "দেখলি, কত সোজা!"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। খুবই সোজা। একেবারে পানির মতো সোজা।"

বল্টু বলল, "যদি পরীক্ষায় আসে একটি টুথপেস্টের ভেতরে কয় ফুট কয় ইঞ্চি টুথপেস্ট থাকে, তাহলে শুধু আমি সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব। আর কেউ তার উত্তর দিতে পারবে না।"

BANGLABOOK.COM

নান্টু বলল, "আমিও পারব। পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি।"

"হ্যাঁ। খালি আমি আর তুই। আর কেউ পারবে না।"

বল্টু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু দেখিস, পরীক্ষায় স্যারেরা আর আপারা কখনোই এ প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেবে না। সব আজেবাজে, আলতু-ফালতু প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেবে।"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল "ঠিক বলেছ, বল্টু ভাইয়া।"

বল্টু মাথা নেড়ে বলল, "আয়, এখন টুথপেস্টগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলি। আম্মু দেখলে এমন চিৎকার শুরু করবে যেন কী না কী হয়ে গেছে।"

নান্টু বলল, "ঠিক আছে।"

টেবিলের ওপর লম্বা হয়ে পড়ে থাকা টুথপেস্টটুকু টিউবের ভেতরে ঢোকাতে গিয়ে বল্টু আবিষ্কার করল কাজটা খুব সহজ নয়। মিনিট দশেক চেষ্টা করে আবিষ্কার করল, কাজটা শুধু যে সহজ না, তা নয়—কাজটা খুব কঠিন। আরও মিনিট দশেক চেষ্টা করে বল্টু ও নান্টু বুঝতে পারল, কাজটা অসম্ভব। টুথপেস্ট একবার টিউব থেকে বের হয়ে গেলে সেটা আর ভেতরে ঢোকানো যায় না। চেষ্টা করতে গিয়ে দুজনের হাত-মুখ এবং জামা টুথপেস্টে মাখামাখি হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বল্টু হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "আমার মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এসেছে।"

"কী বুদ্ধি?"

"টুথপেস্টটা একটা কাপের মধ্যে রেখে দেব।"

"কাপের মধ্যে?"

"হ্যাঁ।" বল্টু বড় বড় চোখ করে বলল, "তাহলে টুথপেস্ট নেওয়া আরও সোজা হবে। টিপে টিপে আর নিতে হবে না। টুথব্রাশটা দিয়ে কাপের মধ্যে একটা খাবলা দিলেই টুথব্রাশে টুথপেস্ট লেগে যাবে। ঠিক বলেছি না?"

নান্টু জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক বলেছ, বল্টু ভাইয়া। একদম ঠিক বলেছ।"

রাতের বেলা ঘুমানোর আগে রিতু টুথপেস্টটা খুঁজে না পেয়ে যখন এঘর-ওঘর করছে তখন বল্টু তাকে সাহায্য করল, বলল, "আম্মু, তুমি কি টুথপেস্ট খুঁজছ?"

"হ্যাঁ," রিতু চোখ ছোট ছোট করে সন্দেহের চোখে বলল, "তুই নিয়েছিস নাকি?"

"আমি নিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরিয়ে দিয়েছি।"

"কোথায়?"

BANGLABOOK.COM

"ওই যে কাপের মধ্যে বের করে রেখেছি। এখন তোমাকে আর টিপে টিপে বের করতে হবে না। তুমি কাপের মধ্যে খাবলা দিয়ে টুথপেস্ট নিয়ে নিতে পারবে।" বল্টু একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমাকে টুথব্রাশটা দাও, আমি দেখিয়ে দেই।"

রিতু টুথব্রাশটা না দিয়ে খপ করে বল্টুর কানটা ধরার চেষ্টা করল, বলল, "তবে রে পাজি ছেলে! নতুন টুথপেস্টটা এভাবে শেষ করেছিস? একবার কেউ ধরে নাই পর্যন্ত ..."

বল্টু কোনোভাবে নিজের কানটা ছুটিয়ে বলল, "আমি মোটেও শেষ করি নাই। সবটুকু আছে কাপের মধ্যে। সবটুকু আছে।"

রিতু বল্টুর কোনো কথা শুনতে রাজি হলো না। চিৎকার করে পুরো বাসায় তুলকালাম করে ফেলল। বল্টু এত অবাক হলো, সেটা আর বলার মতো নয়। এই ছোট একটা ব্যাপার নিয়ে এত হইচই করার কী আছে, সে বুঝতেই পারল না। যতই বড় হচ্ছে, বড় মানুষদের বিচারবুদ্ধির ওপর ততই সে আস্থা হারিয়ে ফেলছে।

বল্টু যখন কোনো কিছুর দিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তখন রিতু ঘাবড়ে যায়। তার কারণ, এর দু-এক দিনের ভেতরই সেই জিনিসটা নিয়ে একটা মহা ঝামেলা শুরু হয়ে যায়। তাই যেদিন রিতু দেখল বল্টু তার একটা শাড়ির দিকে চোখ ছোট ছোট করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, তখন সে একটু নার্ভাস হয়ে গেল। বল্টুর দিকে তাকিয়ে গলার স্বর উঁচু করে জিজ্ঞেস করল, "তুই কী দেখছিস এভাবে?"

"তোমার শাড়িটা দেখছি।"

"তুই আগে আমার শাড়ি দেখিস নি? এখন এভাবে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছিস কেন?"

রিতুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বল্টু বলল, "আম্মু, তোমার শাড়ি এত লম্বা কেন?"

"আমার শাড়ি মানে? সবার শাড়িই তো লম্বা হয়। শাড়ি লম্বা না হলে মানুষ শাড়ি পরবে কেমন করে!"

উত্তরটা বল্টুর খুব পছন্দ হলো না, বলল, "আম্মু, শাড়ির এত লম্বা হওয়া ঠিক হয় নাই। কত কাপড় নষ্ট করেছ।"

রিতু বলল, "তোর সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।"

বল্টু অবশ্য এত সহজে হাল ছেড়ে দিল না, বলল, "আম্মু, শাড়িটাকে মাঝখান দিয়ে কাটলেই তো দুইটা শাড়ি হয়ে যায়।"

BANGLABOOK.COM

রিতু ধমক দিয়ে বলল, "খবরদার! যদি আমার শাড়িটাতে হাত দিয়েছিস! শাড়ি যে লম্বা হয় তার কারণ আছে, বুঝেছিস?"

বল্টু মাথা নাড়ল; বলল "বুঝি নাই। তুমি এত চিকন, তোমার এত লম্বা শাড়ি লাগবে কেন?"

রিতু এবার বল্টুকে ধমক দিয়ে বিদায় করে দিল। কাজটা যে ভালো হলো না সেটা সে তখনই অনুমান করতে পেরেছিল।

খানিকক্ষণ পরই দেখা গেল, বল্টু ও নান্টু টেবিলের নিচে বসে কথা বলছে। বল্টুর হাতে একটা খাতা আর কলম, সে গম্ভীর হয়ে বলল, "বুঝলি নান্টু, এখন পর্যন্ত আমরা দেশের জন্যে কোনো কাজ করি নাই। আমরা ছোট বলে কেউ কিছু করতে দেয় না। কিন্তু আমাদের দেশের জন্যে কাজ করতে হবে।"

নান্টু মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে।"

"দেশের জন্যে দরকার হচ্ছে ভাত আর কাপড়।"

নান্টু বলল, "শুধু শুধু ভাত তো খাওয়া যাবে না। একটা ডিমভাজা না হলে ডাল ..."

বল্টু নান্টুকে কথা শেষ করতে দিল না, বলল, "হ্যাঁ সেটা তো লাগবেই। কিন্তু আমরা তো সারা দেশের সব মানুষের জন্যে ভাত , ডিম আর ডাল দিতে পারব না। তবে মনে কর কাপড়ের ব্যাপার কিছু একটা করতে পারব।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "কী করতে পারব?"

"এই দেখ, আমি হিসাব করেছি।" বল্টু খাতাটা দেখাল, "দেশে মানুষ হচ্ছে চৌদ্দ কোটি। তার মধ্যে অর্ধেক মেয়ে, অর্ধেক ছেলে। তার মানে, মেয়ে হচ্ছে সাত কোটি। এই সাত কোটির মধ্যে মনে কর অর্ধেক ছোট আর অর্ধেক বড়। যারা ছোট তারা জামা পরে, টি-শার্ট পরে। কিন্তু যারা বড় তারা সবাই শাড়ি পরে। তারা মানে, এই দেশের সাড়ে তিন কোটি মেয়ে শাড়ি পরে।"

নান্টু হিসাবটা খুব ভালো বুঝল না, কিন্তু বল্টুর ওপর তার বিশ্বাস আছে। তাই সে মাথা নেড়ে মেনে নিল। তবে শাড়ি পরার ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝল না। বল্টু অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই এটা বোঝানো শুরু করল; নান্টুকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি কখনো দেখেছিস একটা শাড়ি কত লম্বা?"

নান্টু মাথা নাড়ল, বলল, "দেখেছি।"

"আমি মেপে দেখেছি, একটা শাড়ি হচ্ছে ছয় গজ লম্বা। তুই বল, এত লম্বা হওয়ার কোনো দরকার আছে?"

BANGLABOOK.COM

বল্টু কোন উত্তরটা শুনতে চাইছে নান্টু সেটা আন্দাজ করতে পারল। তাই সে জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "কোনো দরকার নাই।"

"এই দেখ, তুই ব্যাপারটা বুঝেছিস। কিন্তু আম্মুকে বোঝাতেই পারলাম না।"

বল্টুকে খুব হতাশ দেখা গেল। তখন নান্টু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "চাচি কী বলেন?"

"আমি আম্মুকে বলেছি, আম্মু, তুমি তোমার শাড়িটা মাঝখান থেকে কেটে দুই ভাগ করে ফেলো, তাহলে এটা দুইটা শাড়ি হয়ে যাবে। এত লম্বা শাড়ির তো কোনো দরকার নেই।"

"চাচি কী বললেন?"

"আম্মুর কথা বলে লাভ নাই! আমার কথা তো শুনলই না, উল্টা আমাকে ঝাড়ি!"

বল্টু মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "বড় মানুষদের নিয়ে বিরাট সমস্যা। তারা মনে করে তারা যেটা জানে সেটাই ঠিক। অন্য একজনের কথা তারা শুনতেই চায় না। যদি মনে কর আম্মুকে রাজি করাতে পারতাম, তাহলে সবাইকে বলতে পারতাম, একটা শাড়ি ইকুয়েলস টু দুইটা শাড়ি! দেশে কাপড়ের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত!"

নান্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "আমি কি আমার আম্মুকে বলে দেখব?"

বল্টু হাত নেড়ে বলল, "কোনো লাভ নাই। তোর আম্মুও রাজি হবে না। বড় মানুষরা সবাই এক রকম।"

"তাহলে কী করবে, বল্টু ভাই?"

"আমি অনেক চিন্তা করে একটা প্ল্যান করেছি।"

নান্টুকে এবার একটু উৎসাহী দেখাল, বলল, "কী প্ল্যান?"

"আমরা যদি নিজেরা শাড়িটার মাঝখান দিয়ে কেটে ফেলি তাহলে আম্মু আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। কিন্তু যদি ব্যাপারটা আস্তে আস্তে করি, তাহলে?"

"আস্তে আস্তে?"

"হ্যাঁ। মনে কর আজকে আম্মুর শাড়ির এক পাশ থেকে ছয় ইঞ্চি কেটে রাখলাম, তাহলে আম্মু টেরই পাবে না। কয়েক দিন পর আরও ছয় ইঞ্চি— এভাবে আস্তে আস্তে যদি শাড়িটা ছোট করতে থাকি তাহলে আম্মু বুঝতে পারবে না। তোর কী মনে হয়?"

নান্টু মাথা চুলকে বলল, "কিন্তু আম্মুরা কীভাবে কীভাবে জানি সবকিছু বুঝে ফেলে, তাদের কাছে কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না।"

BANGLABOOK.COM

বল্টু মাথা নাড়ল; বলল, "সেটা তুই ঠিকই বলেছিস। আমি যে সময় কিছু একটা করি, আম্মু আমার মুখ দেখলেই সেটা বুঝে ফেলে।"

"তাহলে কী করবে?"

"সেই জন্যে তো আর থেমে থাকলে হবে না! আমাদের তো চেষ্টা করতে হবে!"

কাজেই বল্টু সেদিন খুব সাবধানে তার আম্মুর একটা শাড়ির ছয় ইঞ্চি কেটে আলাদা করে ফেলল। বল্টুর ধারণা সত্যি, রিতু সেটা বুঝতে পারল না। বল্টুর উৎসাহ তখন আরও বেড়ে গেল। দুই দিন পর সে আরও ছয় ইঞ্চি কেটে ফেলল। রিতু সেটাও বুঝতে পারল না। বল্টুর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল প্রায় দশ গুণ।

সপ্তাহ দুয়েক পর রিতু একদিন শাড়িটা পড়তে গিয়ে একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "ব্যাপার কী! এই শাড়িতে কুঁচিটা ঠিক করে আসছে না কেন?"

রাজু কাছাকাছি ছিল, বলল, "আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। আমি কুঁচি বিশেষজ্ঞ না।"

বল্টু জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হবে আম্মু, হবে! আরেকটু টাইট করে পরো, তাহলেই হবে।"

বল্টুর কথা শুনে রিতু আর রাজু দুজনই তার দিকে ঘুরে তাকাল। দুজনই বুঝে গেল এতে বল্টুর কোনো হাত আছে। রিতু প্রথমে তার শাড়ির দিকে তাকাল, তারপর বল্টুর দিকে। তারপর চোখ বড় বড় করে বলল, "শাড়িটা ছোট কেন?"

বল্টু বলল, "না, আম্মু। ছোট না! তুমি আরেকটু টাইট করে পরলেই হবে।"

"টাইট করে পরব? শাড়ি টাইট করে পরে কেমন করে?" রিতু হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কী করেছিস, বল?"

বল্টুর ব্যাখ্যা দিতে হলো না, শাড়িটা খুলে অন্য শাড়ির সঙ্গে মাপ দিয়ে দেখা গেল, সেটা আড়াই ফুট ছোট। দিনে ছয় ইঞ্চি করে বল্টু পাঁচ দিনে আড়াই ফুট কেটেছে। রাজু রক্ষা না করলে বল্টুর কপালে সেদিন অনেক বড় দুঃখ ছিল।

বিকেলবেলায় টেবিলের নিচে নান্টু আর বল্টুকে আবার দেখা গেল। বল্টুর মেজাজ ভালো না। নান্টু তাই কোনো কথা না বলে চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ পর বল্টু বলল, "তুই এখন বুঝতে পারছিস তো

BANGLABOOK.COM

আমাদের দেশে কেন কোনো উন্নতি হয় না? শুধু আমাদের আব্বু আর আম্মুদের জন্যে। তারা কোনো কিছু বুঝতে চায় না!"

নান্টু বলল, "অ।"

বল্টু বলল, "তুই চিন্তা কর, আম্মু ভেবেছে আমি নাকি দুষ্টুমি করার জন্যে শাড়িটা কেটেছি! আমি কোনো দিন কোনো দুষ্টুমি করেছি?"

নান্টু মাথা নাড়ল; বলল, "না।"

"আম্মুকে তো বোঝানোই গেল না, অনেক কষ্ট করে আব্বুকে বুঝিয়েছি যে দেশের কাপড়ের অভাব মেটানোর জন্যে এটা একটা গবেষণা ছিল।"

নান্টু জিজ্ঞেস করল, "চাচা বুঝেছেন?"

"বুঝাতে কি চায়? বড় মানুষরা কিছু বুঝতে চায় না।"

"তারপর চাচি কী বলেছেন?"

বল্টু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "তুই বিশ্বাস করবি না আম্মু কী বলেছে! আম্মু বলেছে, আমার সবগুলো শার্ট, টি-শার্ট বুকের কাছে কেটে অর্ধেক করে দেবে। আর এখন থেকে প্যান্ট না পরে আমাকে পরতে হবে ছোট ছোট টাইট নেংটি। নেংটি পরে নাকি স্কুলে যাব! এভাবে নাকি কাপড়ের সমস্যা মিটে যাবে! আমাকে দিয়েই নাকি দেশের কাপড়ের সমস্যা মেটানোর কাজ শুরু হবে।"

নান্টু চোখ বন্ধ করে হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলল। বল্টু চোখ পাকিয়ে বলল, "কী হলো? তুই হাসছিস কেন?"

"তুমি বুক পর্যন্ত কাটা শার্ট আর ছোট টাইট নেংটি পরে স্কুলে গেলে তোমাকে দেখতে কেমন লাগবে, সেইটা চিন্তা করে একটু হাসি পেয়েছে।"

বল্টু বলল, "খবরদার! হাসবি না।"

নান্টু মুখ গম্ভীর করে বলল, "ঠিক আছে, হাসব না।"

কদিন পরের ঘটনা। রিতু একটা কেক বানাচ্ছে, তার মাখন লাগবে। হাত দুটো ব্যস্ত বলে বল্টুকে ডেকে বলল, "বল্টু, ফ্রিজ থেকে মাখনের ট্রেটা দিয়ে যা তো।"

বল্টু রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজের দরজা খুলে ভেতরে তাকিয়ে রইল। ফ্রিজের ভেতরে এত রকম জিনিস থাকে সেটা সে আগে খেয়াল করে দেখে নাই। সে অবাক হয়ে ডেকচি, বাটি, বোতল, সবজি, ডিম, দুধ, পানির বোতলের দিকে তাকিয়ে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে তার বৈজ্ঞানিক মাথা কাজ করতে শুরু করল।

রিতু কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বলল, "কী হলো!"

BANGLABOOK.COM

বল্টু কোনো জবাব না দিয়ে ফ্রিজের ভেতর তাকিয়ে রইল। রিতু বুঝে গেল বল্টুর মস্তিষ্ক অন্য কিছুতে কাজ করতে শুরু করছে! তাই সে নিজেই এল মাখনটা নিতে। এসে দেখে, বল্টু ফ্রিজের দরজা খুলে ভেতরে একদৃষ্টে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। রিতু মাখনটা নিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

বল্টু বলল, "আম্মু দেখেছ, ফ্রিজের ভেতরে কত জিনিস!"

রিতু বলল, "ফ্রিজে জিনিস থাকবে না তো কোথায় থাকবে?"

"কিন্তু আম্মু, দেখেছ ভেতরে কত জায়গা নষ্ট হয়েছে?"

"জায়গা নষ্ট হয়েছে?"

"হ্যাঁ। এই দেখো আলুগুলি গোল গোল। আলু যদি গোল না হয়ে চারকোণা হতো তাহলে একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়ে কত বেশি আলু রাখা যেত, তুমি জানো?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আলু চারকোণা হয় না, আলু হয় গোল।"

বল্টু নিরুৎসাহ হলো না, বলল, "কিন্তু ডেকচিগুলি তো চারকোণা হতে পারত। আর পানির বোতল। এইগুলি তো চারকোণা বানানো যেত।"

"ঠিক আছে, তুই যখন বড় হবি তখন তুই আর তোর বউ মিলে তোর বাসার ফ্রিজে সব চারকোণা জিনিস রাখিস। চারকোণা আলু, চারকোণা পেঁপে, চারকোণা ডিম ..."

বল্টু হাতে কিল দিয়ে বলল, "আম্মু, তুমি ঠিকই বলেছ। ডিমগুলো হওয়া উচিত ছিল চারকোণা।"

"থাক, হয়েছে," রিতু বলল, "এই গোল ডিম পাড়তেই মুরগির বারোটা বেজে যায়। চারকোণা ডিম পাড়তে হলে মুরগির খবর হয়ে যাবে।"

"কেন আম্মু, মুরগির কেন খবর হবে?"

কাজেই রিতুর তখন অনেক সময় নিয়ে বল্টুকে বোঝাতে হলো, কেন মুরগির গোল ডিম পারতে হয়, কেন চারকোণা ডিম পাড়তে পারবে না।

কয়েক দিন পর দুপুরবেলা রাজু আর রিতু খেতে বসেছে, দেখা গেল ডালটাতে একটা টক টক গন্ধ। আগের রাতে মাছ রান্না করা হয়েছিল। বড় বড় চোখে সেই মাছ বাটিতে শুয়ে শুয়ে রাজু আর রিতুর দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে রাজুর আর খাওয়ার সাহস হলো না। সে রিতুকে বলল, "একটা ডিম ভাজা করে খেয়ে ফেলি।"

রিতু বলল, "তুমি বসো, আমি ভেজে আনছি।"

পেঁয়াজ, মরিচ কুচি করে কেটে বাটিতে রেখে দুটো ডিম নেওয়ার জন্য ফ্রিজ খুলে ডিমে হাত দিয়েই রিতু চিৎকার করে পিছনে সরে এল। রাজু ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

BANGLABOOK.COM

রিতু ভয়ে ভয়ে ডিমগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ওই দেখো।"

রাজু বলল, "কী দেখব?"

"ডিম! হাত দিয়ে দেখো।"

রাজু ডিমটা হাত দিয়ে ধরে চমকে পিছনে সরে এল। ডিমগুলো নরম থলথলে। উপরের শক্ত খোসাটা নেই। রাজু অবাক হয়ে ডিমগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "কে এনেছে এই ডিম?"

"কেউ আনে নাই। ডিমগুলো এই রকম হয়ে গেছে।"

রাজু বলল, "নিজে থেকে ডিম এ রকম হয়ে যাবে কেমন করে?"

"কালকেও ভালো ছিল।"

রাজু একটু এগিয়ে আবার সাবধানে ডিমটা ধরে টেনে ওপরে তুলল। একেবারে তুলতুলে নরম, মনে হয় কেউ বেলুনে পানি ভরে রেখেছে! সে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, ঠিক তখন বল্টু দড়াম করে দরজা খুলে এসে ঢুকল। রাজুকে একটা ডিম ধরে রাখতে দেখে চিৎকার করে বলল, "আমার ডিম! আমার ডিম!"

রিতু চোখ কপালে তুলে বলল, "তোর ডিম মানে? তুই কবে থেকে ডিম পাড়া শুরু করেছিস?"

"আমি ডিম পাড়ি নাই, আমি এটা বানিয়েছি।"

রাজু অবাক হয়ে বলল, "তুই ডিমগুলোর এই অবস্থা করেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে?"

"অনেক গবেষণা করে বের করতে হয়েছে। ডিমগুলোকে এসিডে চুবিয়ে দিলে ওপরের খোসাটা গলে ভুরভুর করে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের হয়!"

রিতু আঁতকে উঠে বলল, "এসিড? তুই এসিড কোথায় পেয়েছিস?"

বল্টু মুখ শক্ত করে বলল, "আমি কতবার আব্বুকে বলেছি একটু সালফিউরিক না হলে হাউড্রোক্লোরিক এসিড কিনে দিতে! আব্বু তো দিচ্ছে না ..."

"তাহলে?"

"তাই ভিনেগারে চুবিয়ে রেখেছি। খাঁটি এসিড দিলে এক মিনিটে হয়ে যেত, ভিনেগার দিয়ে সারা রাত লেগেছে!"

BANGLABOOK.COM

রাজু ধরে রাখা নরম তুলতুলে ডিমটা সাবধানে ফ্রিজে রেখে বলল, "সবই বুঝতে পারলাম। কিন্তু ডিমটা এই রকম নরম তুলতুলে করলি কী জন্যে?"

"আব্বু, তুমি জানো মুরগিদের ডিম পাড়তে কত কষ্ট হয়?"

রাজু বলল, "আমি তো আর মুরগি না, আমি জানব কেমন করে?"

"মুরগিদের ডিম যদি তুলতুলে নরম হয় তাহলে ওদের কোনো কষ্ট হবে না।"

সবকিছু বুঝে ফেলার মতো ভঙ্গি করে রাজু বলল, "ও আচ্ছা।"

"আব্বু, এখন আমার এক্সপেরিমেন্টটা শেষ করতে হবে। আমার এখন একটা মুরগি দরকার।"

"মুরগি?"

"হ্যাঁ। সেই মুরগিটাকে আচ্ছামতো ভিনেগার খাওয়াতে হবে, তাহলে দেখবে তার তুলতুলে নরম ডিম হবে! ঠিক আছে?"

রাজু বলল, "ঠিক আছে।"

"মুরগি যখন দেখবে তাদের ডিম পাড়তে কোনোই কষ্ট নাই তখন তারা অনেক বেশি ডিম পাড়বে।"

"নিশ্চয়ই পাড়বে।"

"তুমি অফিস থেকে আসার সময় একটা মুরগি নিয়ে এসো। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

বিজ্ঞানী ছেলেকে মানুষ করা কঠিন, রাজু আর রিতু সেটা অনেক দিন হলো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে!

BANGLABOOK.COM